জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

স্নানযাত্রা

ধর্মীয় রীতি মেনে পালিত হল শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। পুরীর জগন্নাথধামে পবিত্র স্নানযাত্রায় ভক্তসমাগম হয় চোখে পড়ার মতো। দিঘার জগন্নাথ মন্দির, মায়াপুর, মাহেশেও পালিত হয় উৎসব

সপ্তাহভর ঝড়-বৃষ্টি

গোটা সপ্তাহ জুড়েই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি। রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ চলবে। পাহাড় এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে

বিপদসীমার উপর বইছে তিস্তা জলবন্দি ৪ শতাধিক পরিবার

রামমন্দির : অভিযুক্ত পক্ষে সওয়াল করলেই জরিমানা

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ২৯ ● ৩০ জুন, ২০২৬ ● ১৫ আষাঢ় ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 29 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 30 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ট্রেনে হকারি বন্ধের নির্দেশ, হতাশায় আত্মঘাতী প্রৌঢ়

আত্মঘাতী কার্তিক সাউ

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় এসেই গরিব খেটে খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে বিজেপি। তাই রাজ্য জুড়ে বুলডোজার চালাচ্ছে বিজেপি সরকার। বিজেপির বাংলায় রেলও নেমে পড়েছে হকার উচ্ছেদ অভিযানে। চলন্ত ট্রেনেও হকারি বন্ধের ফরমান জারি করেছে রেল। সেই নির্দেশিকার জেরেই গরিব মানুষগুলো ভুগতে শুরু করেছে হতাশা, আতঙ্ক আর জীবিকা হারানোর যন্ত্রণায়। তারই করুণ পরিণতি শিয়ালদহ মেইন শাখার কাঁকিনাড়া স্টেশনে। বিজেপির উচ্ছেদ নীতি কেড়ে নিল প্রৌঢ় হকারের প্রাণ। স্টেশনের অদূরেই লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ঝালমুড়ি বিক্রেতা কার্তিক সাউ।

রেললাইনে ছিল তাঁর জীবন-জীবিকা অর্জনের ঠিকানা। সারাদিন ট্রেনে হকারি করে সংসার চালানোর জন্য প্রাণপাত করতেন। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর রেল চলন্ত ট্রেনে হকারি বন্ধে কড়াকড়ি শুরু করায় উপার্জন গিয়েছে থমকে। গভীর হতাশার শিকার হয়ে তাই জীবন শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কার্তিক। আগের দিনই ঝাঁপ দিয়েছিলেন লাইনে। কিন্তু বরাত জোরে বেঁচে যান। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। কিন্তু এবার আর শেষরক্ষা হল না কাঁকিনাড়ার ফিঙাপাড়া পদ্মপুকুর রোডের বাসিন্দা কার্তিকের। ১ জুলাই থেকে ট্রেনে পুরোপুরি হকারি বন্ধের নির্দেশিকা জারি করে রেল। তার আগে প্রাণ দিয়ে বিজেপির সেই (এরপর ৬ পাতায়)

লিলুয়াতেও জীবিকা কেড়ে বিজেপির উচ্ছেদ

প্রতিবেদন : বিজেপির বুলডোজার অ্যাকশন অব্যাহত। কোর্টের তোয়াক্কা না করেই সাধারণ খেটেখাওয়া গরিব মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কোনও পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা না করেই অবাধে চলছে দোকান-ঘর ভাঙার কাজ। এবার ঘটনাস্থল হাওড়ার লিলুয়ায়। লিলুয়া থানা এলাকার ঝিল রোডের পাশে থাকা সমস্ত দোকান ও গুমটি বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রশাসন রাজ্য জুড়ে বুলডোজার-রাজ কায়েম করেছে। কাজ দেওয়া দূর অস্ত, মানুষের পেটে লাথি মেরে চলেছে। জীবন-জীবিকায় নেমে এসেছে আঘাত। নাকাল হতে হচ্ছে সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ ও হকারদের। সোমবার সকাল থেকে বুলডোজার নিয়ে লিলুয়ার ঢিল রোডে অ্যাকশনে নামে বিশাল পুলিশবাহিনী। হাওড়া পুরসভার তরফে তিনদিন আগেই ওই দোকানদারদের জায়গা খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। দোকানদারেরা সরে যাওয়ার জন্য আরও কয়েক দিন সময় চান। কিন্তু তাঁদের সেই সময় না দিয়েই (এরপর ৬ পাতায়)

মিথ্যাচারের দেড় মাস

শুধুই প্রতিশ্রুতির বাগাড়ম্বর। দেড় মাসের সরকার দিনকয়েক আগেই জানিয়েছিল প্রত্যেক মহিলার কাছে পৌঁছে যাবে অন্নপূর্ণার টাকা। কিন্তু কোথায় কী? লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে উপেক্ষা করতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা। রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির এটাই চরিত্র। বাদ নয় বাংলাও। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে মহিলাদের উত্তাল বিক্ষোভ। বিক্ষোভ হয় বসিরহাট-সহ অন্যত্রও। খবর ৮ পাতায়।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জন্মাইনি

তুমি কে? অবাক পৃথিবী
তোমার নাম? জানতে নেই
তোমার পরিচয়? আমি মানুষ
তোমার ধর্ম? মানবিকতা
তোমার গতি? শেষ নেই যার
তোমার মত? মাপা যায় না
তোমার পথ? মিষ্টি পথ
তোমার ব্যথা? জীবন গাঁথা
তোমার স্বপ্ন? নীল আকাশ
তোমার কল্পনা? বাস্তব ভাবনা
তোমার জন্ম? বিসর্জনের দিন
তোমার মৃত্যু? জন্মাইনি তো

গভীর রাতে অভিষেকের বাড়িতে কেন হানা? কোর্ট

প্রতিবেদন : গভীর রাতে কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হানা দিল পুলিশ? এবার প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট। আদালতের নির্দেশ, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দিয়ে পুলিশকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে। তার দু'সপ্তাহের মধ্যে পাল্টা হলফনামা জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মামলাকারী পক্ষকেও। অভিষেকের বাড়িতে তল্লাশির সময়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও অডিও-ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের খোঁজে গত ১৩ জুন ভোরে সাংসদের কালীঘাটের বাড়িতে হানা দেয় শালবনি থানার পুলিশ। পুলিশের 'অতিসক্রিয়তা'র অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে তৃণমূল। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। (এরপর ৬ পাতায়)

সংশোধন ও আলোচনার দাবি ওড়াল বিজেপি

সংখ্যার জোরে পাশ করাল কালা কানুন

প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সোমবার দুই বিতর্কিত বিল পাশকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ তৈরি হল। আলোচনা ও মতপ্রকাশের সুযোগ না দিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দুই 'কালা কানুন' পাশ করিয়েছে বিজেপি সরকার। সংখ্যা আর স্বৈরাচার এই দুটোই এখন বাংলায় বিজেপির প্রধান অস্ত্র। আর সেই অস্ত্রে শান দিতেই এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সোমবার দুই বিতর্কিত বিল পাশকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ তৈরি হল। আলোচনা ও মতপ্রকাশের সুযোগ না দিয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দুই 'কালা কানুন' পাশ করিয়েছে বিজেপি সরকার। শুধু তাই নয়, প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কেও বক্তব্য রাখতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূল (এরপর ৬ পাতায়)

> বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি তুলেছিলাম। অন্তত ৫-৬ ঘণ্টা আলোচনার দরকার ছিল। কিন্তু বলতে দেওয়া হয়নি

রামলালার প্রণামীও লুঠ, কটাক্ষ মহুয়ার

প্রতিবেদন : এতদিন রামের নামে রাজনীতি করে এসেছে। এবার ভগবান রামচন্দ্রের প্রণামীকেও তারা ছাড়ল না। লুঠ করে বসল রামমন্দিরের প্রণামী। গোটা দেশকেই লুঠ করছে। ছিনিমিনি খেলছে তরুণের স্বপ্ন নিয়ে। তবু ভ্রুক্ষেপ নেই। এবার বিজেপিকে জবাবদিহি করতে হবে। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র আওয়াজ তুললেন স্বৈরাচারী বিজেপির বিরুদ্ধে। আওয়াজ তুললেন, এবার বিজেপিকে জবাবদিহি করতে হবে হিন্দু ভোটারদের কাছে, (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

30 June, 2026 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১৭ দাদাভাই নওরোজি (১৮২৫-১৯১৭) প্রয়াত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি হন— ১৮৮৬, ১৮৯৩, ১৯০৬-তে। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে দাদাভাই ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। ভারতীয় ডাক বিভাগ ১৯৬৩, ১৯৯৭ এবং ২০১৭-তে দাদাভাই নওরোজির ওপর ডাক টিকিট প্রকাশ করে। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'পভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া'।

১৯৬২ আশালতা সেনগুপ্তা (প্রমীলা) (১৯০৮-১৯৬২) প্রয়াত হন। কাজী নজরুল ইসলামের পত্নী। ১৯২২ সালে কুমিল্লায় এসে কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। তিনি বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বোন প্রমীলার প্রেমে পড়েন। প্রমীলার প্রতি তাঁর ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে তিনি একটি 'বিজয়িনী' নামে কবিতাও লিখেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রমীলা স্কুল ছেড়ে দেন। নজরুল তাঁর ব্যক্তিত্ব, গানের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর পরিমার্জিত আচরণের জন্য প্রমীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৮৫৫ সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। সাওতালরা তীর-ধনুক ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করায় ইংরেজ বাহিনীর আধুনিক বন্দুক ও কামানের কাছে পরাস্ত হয়। এ-যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য-সহ প্রায় ১০ হাজার সাঁওতাল যোদ্ধা মারা গিয়েছিলেন। যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব (সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান নেতাসমূহ) নিহত হলে ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হয় ও বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৫৯ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) কলকাতার বরাহনগরে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আধুনিক বাংলা নাট্যজগতের পথিকৃৎ, খ্যাতনামা নট এবং নাট্যকার। মরা রাজশাহি জেলার নাটোরের লোক। সাতপুরুষ আগে পূর্বপুরুষদের কোনও একজন হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে চলে আসেন।

শিশির ভাদুড়ীর শেষ ঠিকানা ২৭৮ বি টি রোড। প্রথম জীবনে মেট্রোপলিটন কলেজে সাত বছর পড়িয়ে নেমে পড়েন পুরোপুরি অভিনয়ে। ক্রমেই জড়িয়ে যান থিয়েটারে। তাঁর পরিমণ্ডলে ছিলেন দিলীপ রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, যোগেশ চৌধুরীরা। নজরুল ইসলাম শিশিরকুমারকে এতটাই ভালবাসতেন যে, তাঁর প্রচুর গ্রন্থ তিনি উপহার দেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে থিয়েটারে আনেন শিশিরকুমারই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এত যে পড়তেন, লিখতেন কিন্তু খুব কম। বলতেন, ''কেউ সাহিত্য লেখে, কেউ সাহিত্য বলে। আমি দ্বিতীয় ধাতে পড়ি।'' ছবি তোলার ব্যাপারে ছিলেন খুব লাজুক। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ ছবি তোলা পরিমল গোস্বামীর। ব্যতিক্রম, জীবনের শেষ ছবিটি। চিরাচরিত পাঞ্জাবি গায়ে ক্যামেরার মুখোমুখি, ছবিটি তুলেছিলেন দীপঙ্কর সেন।

১৯১৪ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী প্রথম বারের জন্য গ্রেফতার হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের অপরাধে তাঁকে কারারুদ্ধ করে সেখানকার পুলিশ।

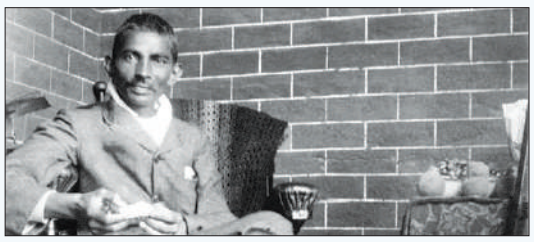

২০১৯ ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখা করলেন কিম জং উনের সঙ্গে। এই প্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকাকালীন উত্তর কোরিয়ায় পা রাখলেন।

২৯ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২২৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.৮৩	৯২.৬০
ইউরো	১০৮.১০	১০৫.৬০
পাউন্ড	১২৫.৪৪	১২২.৫৭

নজরকাড়া ইনস্টা

ইমন চক্রবর্তী

সন্দীপ্তা সেন

স্নানযাত্রা

বাগবাজারে ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জগন্নাথদেবের পবিত্র স্নানযাত্রা পালিত হল। সোমবার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৪৮

পাশাপাশি : ১. বিচারসংক্রান্ত ৪. জনসংখ্যার পরিমাণ ৬. টনটনানি, ব্যথার অনুভূতি ৭. রাজকর ৯. সংগীতে রাগের প্রকৃতি ১২. ইন্দ্রপুরী ১৩. দাক্ষিণাত্যবাসী প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ ১৪. নদী।

উপর-নিচ : ১. হাঁটু খোলা পাজামা পরা ইয়োরোপীয় সৈন্য ২. উপনিবেশ ৩. সীমা-পরিসীমা ৫. ভারতীয় মার্গসংগীতের রাগবিশেষ ৮. দানাওয়ালা ১০. গুপ্ত, অপ্রকাশিত ১১. ভাগ্যবান ১২. — সময়ের ধারা বেয়ে।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৪৭ : পাশাপাশি : ১. উলুতপুলত ৬. বকা ৮. ইঞ্জন ৯. রসাত্মক ১০. শিরশিজ ১২. অশুভ ১৩. টপ ১৫. দশবাইচণ্ডী। **উপর-নিচ :** ২.লুঠন ৩. পুষ্পসার ৪. তব ৫. নাইট শিফট ১১. জনসেবা ১২. অকচ ১৪. পদ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

30 June, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩০ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিভ্রান্তি। ১৫ জুলাই পর্যন্ত মর্নিং স্কুলের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলে নির্দেশিকা ছড়িয়ে পড়ে সমাজ মাধ্যমে। পরে সেটি ভুয়ো বলে জানা যায়

তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর

পুলিশের ভরসাতেই চলছে রাজ্যের বিজেপি সরকার

প্রতিবেদন : বাংলায় বিজেপি সরকারের বয়স এখনও দুই পেরোয়নি। তার আগেই দলদাসে পরিণত হয়েছে পুলিশ। শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের তেল দিতে গিয়ে দাঁত-নখ বের করে মাঠে নেমে পড়েছে পুলিশ। স্বৈরাচারের হাতে গরম উদাহরণ হতে পারে রবিবার স্রেফ ফিতে হাতে রাস্তা মাপার কারণে হেয়ার স্ট্রিট থানায় সাংসদ দোলা সেন, বিধায়ক কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ বক্সিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ তর্পণের মঞ্চ তৈরির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছিলেন। সেই কারণেই ফিতে দিয়ে মাপজোক করা হচ্ছিল। কারণ ২১ জুলাইয়ের একটি জমায়েত এখানেও ছিল। গুলি চলে। তারপর থেকে এই জায়গাতেই শহিদ সমাবেশ করে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অকারণ রাস্তা আটকানোর প্রশ্নই নেই। কিন্তু ওই দিন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে যানজট হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কুণাল ঘোষের পাল্টা জবাব, রাস্তা আটকানোর প্রশ্নই নেই। এসব বলতে হয় তাই বলা। আর রেড রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আটকে সাতদিন ধরে যোগা শো করা হল তখন মানুষের হয়রানি হয়নি? আর ধর্মতলায় এক বেলা সভা হলে অসুবিধে? আসলে পুলিশ দিয়ে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি। নিজেদের কোনও কিছু নেই।

পিংলায় কলেজ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত পুলিশ কনস্টেবল

প্রতিবেদন : রাজ্যের সরকারের বদল হতেই প্রশ্নের মুখে নারী নিরাপত্তা। খোদ পুলিশের এক কর্মরত কনস্টেবলের বিরুদ্ধে উঠল রাস্তা আটকে এক কলেজ ছাত্রীকে হেনস্থা করার গুরুতর অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার খিরাই এলাকায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় এক কলেজ ছাত্রী কম্পিউটার টিউশন থেকে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরছিলেন। জানা গিয়েছে ওই ছাত্রী পিংলা কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। কম্পিউটার ক্লাস শেষে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময়ই রাস্তার মধ্যে তাঁকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বুঝতে পেরে হাতেনাতে ওই পুলিশ কনস্টেবলকে আটক করে। অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবলের নাম বিশ্বজিৎ ভৌমিক। বর্তমানে তিনি দিঘা ট্রাফিকে কর্মরত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। রাজ্যে পালাবদলের পরেই রক্ষকের ভক্ষক হয়ে ওঠার এই ঘটনায় পুলিশ ও প্রশাসনের কঙ্কালসার রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। অপরাধীদের মনে পুলিশের কোনও ভয় নেই, কারণ খোদ পুলিশকর্মীদের একাংশই অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এই ঘটনার পেছনে প্রশাসনের নজরদারির অভাব এবং পুলিশি ব্যবস্থার চরম গাফিলতি স্পষ্ট। অভিযুক্ত কনস্টেবলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পাশাপাশি অবিলম্বে রাজ্যে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে এলাকাবাসী। এলাকায় এই নিয়ে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হয়েছে। সোমবার অভিযুক্তকে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ৩ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বজ্রপাতে হাতির মৃত্যু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বজ্রপাতে মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক হাতির। সোমবার নাগরাকাটা ব্লকের মেচপাড়া বস্তি এলাকার ঘটনা। ডুয়ার্সের ওই এলাকায় হাতির উপদ্রব নতুন নয়। রবিবার বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই খাবারের সন্ধানে একটি হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে হাতিটি। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা চা-বাগানে হাতিটির দেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। বনকর্মীরা মৃত হাতিটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ভোটার তালিকায় নাম নেই কোপ ভেন্ডিং লাইসেন্সে

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রক্রিয়ার যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় বাদ গিয়েছে তাঁদের আর ভেন্ডিং লাইসেন্স দেওয়া হবে না। ৮৭২৭ জনের ভেন্ডিং সার্টিফিকেট তালিকাতেও এসআইআর সংক্রান্ত নথি যাচাই বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে এই কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের পরই প্রশ্ন উঠেছে, এসআইআরে যাঁরা ট্রাইবুন্যালে বিচারাধীন, তাঁদের তাহলে কী হবে? তাঁরা কি ভেন্ডিং লাইসেন্স থেকে বঞ্চিত থাকবে? এভাবেই এক শ্রেণির মানুষের জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়ার প্ল্যান করছে রাজ্য সরকার। এদিন কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয়, কলকাতার রাস্তা ও ফুটপাথকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শহরের ৫৮টি বড় ক্রসিংয়ে ৪৫ ফুটের মধ্যে কোনও হকার না রাখার নির্দেশ কার্যকর করা হবে। শহরের সমস্ত স্কুল, কলেজ, শপিংমল, হাসপাতাল, সরকারি দফতর ও পুর মার্কেটে ঢোকার দুই ধার থেকে হকারদের তুলে দেওয়া হবে। তবে এদিন পুনর্বাসনের কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি পুরসভা। ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট ও বিবাদী বাগ-সহ মোট ১৮৯২টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা 'নো-হকিং জোন' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আরও প্রায় ২০০০ রাস্তা একইভাবে 'নো-হকিং জোন' করা হবে।

তহবিল মামলা দ্রুত শুনানির আবেদন

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের করা তহবিল-সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আর্জি জানান তিনি। তার প্রেক্ষিতে মামলার সঙ্গে যুক্ত অপর পক্ষকে নোটিশ দিতে বলেছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। চলতি সপ্তাহেই ফের শুনানির সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, তৃণমূলের এই মামলায় পুলিশ ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে যুক্ত করা হয়েছে। দ্রুত শুনানির আর্জির প্রেক্ষিতে বিচারপতি ভট্টাচার্য জানান, সব পক্ষকে নোটিশ দিতে হবে। ভোটে পরাজয়ের পর অরূপকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ব্যাঙ্ককে দেওয়া চিঠিতে নিজেকে কোষাধ্যক্ষ বলেই উল্লেখ করেন অরূপ।

কে দিল নোটিশ

প্রতিবেদন : যাদবপুরের সুকান্ত সেতু ও শিয়ালদহের বিদ্যাপতি সেতুর নিচের দোকানদারদের সাতদিনের মধ্যে জায়গা খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবারের মধ্যে নির্দেশ না মানলে চলবে বুলডোজার! রুটিরুজি কেড়ে আবারও গরিব মানুষকে পথে বসাচ্ছে গরিব-বিরোধী বিজেপি সরকার। এখন প্রশ্ন হল কে দিল এই নোটিশ? কারা দিল নোটিশ? তার কোনও উল্লেখ নেই। নেই কোনও স্ট্যাম্প, নেই নাম। শুধু পুরসভার উল্লেখ।

ব্রিগেডে সমাবেশ করতেই পারি, চ্যালেঞ্জ কুণালের

প্রতিবেদন : বিধানসভায় সভাস্থল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল কুণাল ঘোষ। ব্রিগেড সমাবেশ এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ব্রিগেড ভরানোর ক্ষমতা তৃণমূলেরও রয়েছে।

তাঁর সংযোজন, আমরা ব্রিগেড ভরিয়ে দিতে পারি। তাহলে এত রাগ কেন? কাল যদি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে গিয়ে ফিতে দিয়ে মাপি, তাতে সমস্যা কোথায়? কুণাল বলেন, কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচির আগে সম্ভাব্য সভাস্থল পরিদর্শন বা পরিমাপ করা অস্বাভাবিক নয়। রাজনৈতিকভাবে শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা তৃণমূলের রয়েছে এবং ব্রিগেডে জনসমাবেশ করতেও তাদের কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু এখন বর্ষার সময় ব্রিগেডে জল-কাদা হয়ে থাকে। মানুষের দাঁড়ানোর অবস্থা থাকে না। ২০১১ তে একবার ব্রিগেডে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ করে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সেবার আমিই সঞ্চালক হিসেবে মঞ্চে ছিলাম। ফলে জানি এই সময়টা কী অবস্থা হয় সেখানে।

মুহুর্মুহু বজ্রপাত, প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল কলকাতা

প্রতিবেদন : পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতোই বিকেল গড়াতেই কালো অন্ধকারে ঢাকল আকাশ। ভ্যাপসা গরমের পর হঠাৎ করেই বদলে গেল আবহাওয়া। দিনের আলো মিলিয়ে গিয়ে চারদিকে যেন রাতের অন্ধকার! শহরের একাধিক ব্যস্ত রাস্তা মুহূর্তে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। কোথাও গাছ উপড়ে পড়েছে, আবার কোথাও জল জমে যান-চলাচল বিপর্যস্ত। মুহুর্মুহু বাজ পড়ায় সাধারণ মানুষের অনেকের মধ্যেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, দক্ষিণবঙ্গে এখনও ধারাবাহিক বর্ষার বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে না। ঘূর্ণাবর্তের জেরে এই ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি হচ্ছে বঙ্গে। হাওয়া অফিস বলছে, গোটা সপ্তাহ জুড়েই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ চলবে। পাহাড় এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসছে জলীয় বাষ্প। তার প্রভাবে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। বর্ষার শুরুতেই ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে শুরু করেছে তিলোত্তমা। কলকাতার একাধিক এলাকায় জল জমে গিয়েছে। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। আমহার্স্ট স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ, রাসবিহারী কানেক্টর, ঢাকুরিয়া, বেহালা, পার্ক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট জলমগ্ন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই জল জমে যাওয়ায় গাড়ির গতি শ্লথ।

নতুন সরকার আসতেই বন্ধ হল বেতন বিক্ষোভে নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধুরা

সংবাদদাতা, বসিরহাট : রাজ্যে পালাবদল হতেই বেতন বন্ধ পুরসভার নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধুদের। এবার বেতন সহ একাধিক দাবিতে এবার রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল ও বসিরহাট মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন ছয়-সাতশো নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধুরা। সোমবার তাঁরা বসিরহাটে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ দেখিয়ে মহকুমা শাসকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দেন। তাদের দাবি, আগের সরকারের আমলে শেষ পাঁচ বছর কখনই বেতন বন্ধ হয়নি। নতুন সরকার আসতেই দুই মাস তাদের পারিশ্রমিক সম্পূর্ণ বন্ধ। সামান্য পারিশ্রমিক, তাও বন্ধ হওয়াতে তাদের জীবন জীবিকা সংকটে পড়েছে।

তাঁদের দাবি বকেয়া পারিশ্রমিক, সহ বেতন বৃদ্ধি ও সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে। বিক্ষোভকারীরা জানান, নতুন সরকার আসার পর দুই মাস পারিশ্রমিক সম্পূর্ণ বন্ধ। তাদের পারিশ্রমিক প্রতিমাসে সঠিক সময়ে দেওয়া হোক। তারা যে ধরনের কাজ করেন তাতে তারা খুবই সামান্য পারিশ্রমিক পান, তাদের পারিশ্রমিক বাড়ানো হোক। গত কয়েক মাস তাদের টিফিনের জন্য বরাদ্দ টাকাও পাচ্ছেন না, সেই টাকা সহ সমস্ত বকেয়া টাকা অবিলম্বে দেওয়া হোক। এবং সপ্তাহে একদিন ছুটি বরাদ্দ করা হোক। তাদের টাকা বন্ধ হওয়াতে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। কি করে আগামীদিনে চলবে তার দিশা পাচ্ছেন না। তাদের আরও দাবি সম্প্রতি রাজ্যের শাসক দল বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য বসিরহাটে এসেছিলেন । তখন তাকে সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে তারা আশাহত। তাঁদের সন্দেহ নতুন সরকার আদৌ তাদের সমস্যার সমাধান করবেন কিনা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

30 June, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বৈরাচার

কালা কানুন জোর করে পাশ করানো হল বিধানসভায়। শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে এই বিল পাশ হয়েছে। আলোচনা ও মত প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই স্বৈরাচারী ভঙ্গিতে বিল পাশ করা হয়েছে। সংখ্যা আর স্বৈরাচার— এ-দুটিই বাংলায় এখন মূল অস্ত্র। প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কেও বলতে দেওয়া হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছু সংশোধনী এবং আলোচনা চাওয়া হয়েছিল। যে কোনও বিলের ক্ষেত্রে সেটাই রীতি, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিজেপির এত তাড়াহুড়ো কেন? কেন আলোচনা না করে সংখ্যার জোরে বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে? তার কারণ সংখ্যা থাকলেও সমালোচনায় ভয় পাচ্ছে বিজেপি। বিরোধী আলোচনা যাতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দেয় সরকারের স্বৈরাচারিতা। তাই এই বক্তব্য। পুলিশের এসপি বা কর্তাদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা স্বৈরাচারিতাকে যে উৎসাহিত করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারের লক্ষ্য নিয়ে সন্দেহ জাগতে বাধ্য। তার কারণ, বিএ কমিটিতে একজন ধর্ষণে অভিযুক্ত রয়েছে। বিল পাশ হতে পারে। বিল আইনেও পরিণত হতে পারে। কিন্তু মানুষ সমর্থন না করলে সেই বিলের কী দাম থাকতে পারে!

আর কতবার ফাঁস হবে প্রশ্নপত্র?

রবিবার মহারাষ্ট্রে শিক্ষক যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা (টেট) ২০২৬ গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু তার মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে সামনে এল প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাহিনি। অতএব পরীক্ষার আগের রাতে খবর এল, পরীক্ষাই হচ্ছে না। এই যন্ত্রণা দূর করার মলম কী? নিট বিতর্কের রেশ কাটার আগেই ফের অন্য-এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের দুঃসংবাদ। মধ্যপ্রদেশের 'ব্যাপম' কাহিনি প্রাচীন হলেও তার দুর্গন্ধ এখনও পাওয়া যায় একটু সচেতন হয়ে শ্বাস নিলেই। অতঃপর শুধু নিট বা কুয়েট নয়, মোদি জমানায় বিজেপি-শাসিত আরও একাধিক রাজ্যে একাধিক পরীক্ষা কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে। কোথাও চাকরিপ্রার্থী, কোথাও-বা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে। রাজ্যভিত্তিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের নাম। ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে পুলিশ এবং শিক্ষকের চাকরি প্রত্যাশীদের। সংখ্যাটি লক্ষ লক্ষ! এই ঘটনায় শনিবারই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন বিহারের 'সুপুত্র' এবং এক 'কীর্তিমান' হরিয়ানার। তবে এরাই সব নয়, এই চক্রের বহর আরও বড়ও, এর পিছনে রয়েছে আরও কিছু ধুরন্ধর অর্থলোভী লোকজন। তাদের নাগাল পেতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতে টেট পরীক্ষা গ্রহণ প্রহসন অবশ্যই, অতএব সেটি স্থগিত ঘোষিত হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। মহারাষ্ট্রের এই কাণ্ডকে বিচ্ছিন্নমাত্র মেনে নেওয়ার সুযোগ নেই। দেড় মাস আগে জাতীয় ক্ষেত্রে সংঘটিত নিট বিপর্যয়ের সঙ্গে মহারাষ্ট্র টেট কেলেঙ্কারির নিবিড় সম্পর্কের দিকটি উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। ৩ মে দেশজুড়ে নিট-ইউজিতে বসেন ২২ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী। নয়দিন পরে পরীক্ষা আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) পরীক্ষাটি 'বাতিল' ঘোষণা করে দিল। তা না করে উপায়ও ছিল না—প্রশ্নপত্র বাজারে বেরিয়ে গিয়েছিল আগেই! অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মেধাবী তরুণ-তরুণীর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন চুরমার হল মোদি জমানার সৌজন্যে। এত বড় আঘাত সইতে পারা সহজ নয়। পারেওনি সকলে। অন্তত ১৯ জন পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যার মর্মান্তিক সংবাদ সামনে এসেছে! মোদি জমানায় ৯০টির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। সংগত কারণেই 'প্রশ্ন ফাঁসের সরকার'—কটাক্ষ শুনতে হচ্ছে মোদি সরকারকে। নিটের প্রশ্নফাঁসের কেন্দ্র ছিল মহারাষ্ট্র। নিট কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষা নেয়নি তারা। টেট কেলেঙ্কারি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে বইকি! একঘেয়ে চিত্রনাট্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখব আমরা—একটু হইচই, দু-চারজন চুনোপুঁটি গ্রেফতার, তদন্ত তদন্ত খেলা, দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার প্রহসন, নতুন ইস্যুর আবির্ভাব এবং অতিক্রান্ত সব ভুলে যাওয়া।

— ঈশিকা রায়, কসবা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মননে বাংলা নাট্যচর্চার ইলশেগুঁড়ি

স্মরণে শিশির ভাদুড়ী

● গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কিংবদন্তি হতে পেরেছিলেন একজনই। তিনি নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী।

বাংলা থিয়েটারে 'সেট' তথা মঞ্চসজ্জা ও আলোর ব্যবহার নিয়ে নানারকম কাজ হয় আজকাল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সেই আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল শিশিরবাবুর হাত ধরেই।

আজ সেই শিশির ভাদুড়ীর প্রয়াণদিবস।

স্মৃতি তর্পণ করছেন **তানিয়া রায়**

মরা রাজশাহী জেলার নাটোরের লোক। সাতপুরুষ আগে পূর্বপুরুষদের কোনও একজন হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে চলে আসেন। শিশির ভাদুড়ীর বাবার নাম হরিদাস। ওই হরিদাস ভাদুড়ী পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ীদের নিবাস ছিল হাওড়াতে। তার পর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত, কখনও পার্শিবাগান, তো কখনও ঘোষ লেন। শেষে ২৭৮ বি টি রোড।

শিশিরবাবুদের এক পূর্বপুরুষের নাম সুবুদ্ধি খাঁ। উনি ঢাকাতে সুবেদার ছিলেন। সময়টা হয়তো বা মোগল সাম্রাজ্য। আট-ন' পুরুষ ধরে পদবি ছিল 'খাঁ ভাদুড়ী'। হরিদাসের সময় থেকে খাঁ বাদ দিয়ে লেখা হতে লাগল শুধুই 'ভাদুড়ী'।

সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের বাবা রাজেন্দ্রনাথ হরিদাসের জন্য পাত্রী দেখতে মেদিনীপুরে। পাত্রী কৃষ্ণকিশোর আচার্যের প্রথম সন্তান কমলেকামিনী। পরে যিনি মা হলেন শিশিরকুমারের। অপরূপ সুন্দরী। মহীয়সী। শিশিরকুমারের যে থিয়েটার-প্রীতি তার এক কারণ ছিলেন মা।

হরিদাস পেশার কারণে থাকতেন বর্মা মুলুকে। কমলেকামিনীকে তাই বহুকাল কাটাতে হয়েছে বাপের বাড়ি। দাদামশাই কৃষ্ণকিশোরই তখন শিশিরকুমারের অভিভাবক। দাদামশাই নাতিকে রামায়ণ, মহাভারত থেকে মাইকেল-মধুসূদন পর্যন্ত আবৃত্তি করে শোনাতেন। দুই মামা, দেবকিশোর-ফণীন্দ্রকিশোর। তাঁরা স্থানীয় নাট্যসমাজের সভ্য। নাটকের প্রাথমিক ভাল লাগা মামাদের কাছেই।

হরিদাস কলকাতায় বদলি হয়ে এলে প্রথমে ওঠেন সানকিডাঙায়। সেখান থেকে রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে। শিশিরকুমারকে তখন কলকাতায় এনে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ (আজকের স্কটিশচার্চ কলেজ)। এর মধ্যেই চলেছে তাঁর আবৃত্তি চর্চা। মাকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাওয়া। নামকরা অভিনেতাদের নকল করা। মাকে যে কী ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন শিশির কুমার, ভাবা যায় না।

একবার 'শ্রীরঙ্গম'-এ থিয়েটার করছেন। কোনও এক কর্মীকে বরখাস্ত করেছিলেন কোনও কারণে। কর্মচারী সোজা গিয়ে ধরলেন শিশির-জননীকে। এর পরে মায়ের হুকুমে শিশিরকুমার বাধ্য হন কর্মচারীকে পুনর্বহাল করতে!

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবির্ভাব ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' নাটক দিয়ে। ১৯২২ সালে মঞ্চস্তজ 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক। রাজগুরু চাণক্যের ভূমিকায় এই নাটকে তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তার ঠিক পরের বছরই মঞ্চরূপ পায় 'সীতা' নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সীতা' নাটকের সত্ত্ব হাতছাড়া হলেও হাল ছাড়েননি শিশির ভাদুড়ী (Sisir Bhaduri)। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে তাঁকে নতুন পালা লিখে দিলেন বন্ধু যোগেশ চৌধুরী। ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি ও তথ্য যাতে নির্ভুল থাকে, তার দায়িত্ব নিলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভাষাতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। সঙ্গীতের দায়িত্বেও ছিলেন সেকালের দুই দিকপাল কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ের প্রথম দিন থেকেই সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করেছিল 'সীতা'। এই নাটকে রামচন্দ্রের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও।

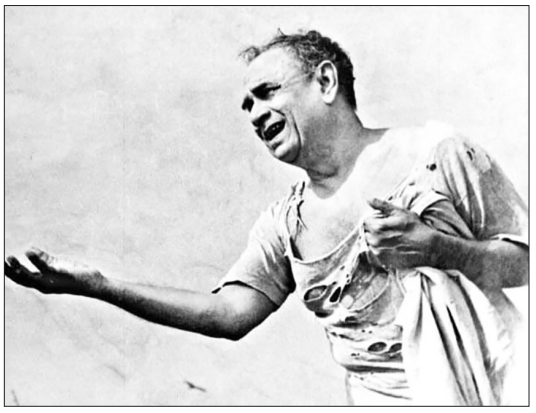

একসময় পরপর রবীন্দ্রনাথের সাতটি নাটকের প্রযোজনা করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে 'বিসর্জন' নাটক, ১৯২৭ এ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' অবলম্বনে 'শেষরক্ষা' এবং ১৯৩০ এ 'তপতী'। তাঁর নাট্যপ্রতিভার উপর যথেষ্ট পরিমাণে আস্থা ছিল রবীন্দ্রনাথের। এর পাশাপাশি, 'ষোড়শী'র মতো শরৎচন্দ্রের একাধিক জনপ্রিয় কাহিনির মঞ্চরূপ দিয়েছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জগৎটাই ছিল অন্য। রাতে শোয়ার সময় একদিন পুত্রবধূ দেখলেন, শিশির মাথার কাছে আলো জ্বেলে পড়ছেন। আবার সকালে উঠে দেখলেন, ভঙ্গিটা সেই একই। উনি পড়েই চলেছেন। মা বললেন, "এ কী, সূর্য তো উঠে গেল!" উত্তর এল, "ও, আচ্ছা, তা হলে আলোটা নিভিয়ে দাও। বইটা রেখে দাও।" জগৎ-সংসার নিয়ে এতটাই নির্লিপ্ত!

অভিনেতা মানুষ, তা বলে যে বাড়িতে থিয়েটারের সংলাপ আওড়াচ্ছেন, গান করছেন, একটা দিনের জন্যও কেউ এমনটা দেখেনি। কোনও কিছুতেই উচ্চকিত নন। বরং অনাবেগী। আদিখ্যেতার ধারপাশ মাড়াননি কোনওদিন। দেখনদারি তো নয়ই। আর বাস্তব জীবনে? অসম্ভব বৈরাগী, উদাসী!

কীসে কত টাকা গেল, কে যে কী নিল, ঘুণাক্ষরে খবর রাখতেন না। তাঁর বাড়ি থেকে কত জন যে কত কত দামি দুষ্প্রাপ্য বই নিয়ে ফেরত দেয়নি, তারও হিসেব নেই। অথচ এগুলো তো ওঁর অসম্ভব প্রিয় সম্পদ!

ঘরে একটা ছবি থাকতই থাকত। সেটা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নয়, নেতাজির। অন্য কোনও দেশনায়কের ছবি থাকত না কিন্তু। নেতাজি অন্তর্ধানের পর, ২৩ জানুয়ারিতে যত শো করেছেন, প্রত্যেকবারই তা শুরু হয়েছে ওঁর ছবিতে মালা দিয়ে। তার পর ওঁকে নিয়ে আলোচনাসভা। সভা শেষ হলে তবে নাটক।

জানেন কি প্রথম কোন ভারতীয় পদ্ম পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?

প্রথম পদ্ম পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এক বাঙালি। তিনি নাট্যকার শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

বদনাম ছিল না, তা নয়। লোকে বলত মাতাল, দাম্ভিক। কিন্তু বাস্তব জীবনে মাটির মানুষ ছিলেন শিশির ভাদুড়ী। কিন্তু দৃঢ়চেতা, ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ। আজীবন নাটকের জন্য লড়াই করেছেন, সর্বস্ব পণ করতে দু'বার ভাবেননি। ঠিক যেমন দু'বার ভাবেননি রাষ্ট্রের দেওয়া 'পদ্মশ্রী' হেলায় ফিরিয়ে দেওয়ার আগে।

নাট্যকার হিসেবে তার অবদানের জন্যে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' প্রাপকদের তালিকায় তাঁর নাম ঘোষণা করে। কিন্তু খবর শোনার পরেই তিনি বললেন এই সম্মান তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না, যদি সত্যি তাঁকে সরকার সম্মান দিতে চায় তাহলে কলকাতায় নাট্যশালা বানিয়ে দিক। তিনি মনে করতেন যদি এই পুরস্কার তিনি গ্রহণ করেন তাহলে শিল্পী মহলে একটি মিথ্যা বার্তা যাবে যে সরকার নাট্যশিল্পী ও মানবজীবনে নাটকের গুরুত্ব নিয়ে খুব সচেতন। পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে সরকারকে লিখেছিলেন, "I have a personal reason, besides the one of principle, for not wishing to be conferred the honour. By accepting this I shall mislead the lovers of the theatre into believing that Government are awake of the importance of drama in the life of the nation….If the Government really wished to honour me… the cause that I have served for nearly forty years, a move befitting tribute would have been the gift of a public stage to the city of calcutta. For it is too late to retrieve the theatre I have lost…" ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র ধৃত সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় কত মামলা, কত অভিযোগ আছে জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

নির্বাচনের হলফনামায় তথ্য গোপন বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

সংবাদদাতা, হাওড়া : কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় সম্পত্তির তথ্য গোপন করেছেন 'বিশ্বাসঘাতক' ঋতব্রত ঘনিষ্ঠ সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল। কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় তাঁর মেয়ে ও স্বামীর নামে থাকা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির তথ্য গোপন করেছেন তিনি এই অভিযোগ তুলে এবার সাঁকরাইল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হল। অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি প্রিয়া পাল। এলাকাবাসীদের একাংশের

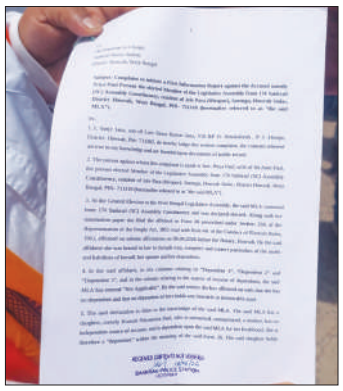

অভিযোগ, ২০২১ সালে বিধায়ক হওয়ার পর মেয়ে ও স্বামীর নামে বেআইনিভাবে বিভিন্ন জায়গায় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি কেনেন। ওই টাকায় জমি, বাড়ি মিলিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেন বিশ্বাসঘাতক ঋতব্রত ঘনিষ্ঠ ওই নেত্রী। পুলিশের কাছে অভিযোগকারীর দাবি, প্রিয়া পাল এবার বিধানসভা নির্বাচনী হলফনামায় মেয়ে ও স্বামীর নামে থাকা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির হিসেব দেখাননি। মেয়ের নামে ৬ টি সম্পত্তি রয়েছে। যার মূল্য প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা। এছাড়াও স্বামীর নামে রয়েছে ৪টি সম্পত্তি। প্রতিটি সম্পত্তির দাগ নম্বর তুলে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কমিশনের কাছে নির্বাচনী হলফনামায় এই তথ্য লুকোনো হয়েছে বলে অভিযোগকারীর দাবি। পুলিশি পদক্ষেপ না নেওয়া হলে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হবেন বলেও অভিযোগকারী জানিয়েছেন। থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রিয়া পালের এবারের ভোটে লড়ার জন্য জমা দেওয়া হলফনামা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারেরা।

উল্টে গেল পুলকার জখম ৩ খুদে পড়ুয়া

প্রতিবেদন : সাতসকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পুলকার। জখম তিন স্কুল পড়ুয়া-সহ গাড়ির চালক। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, রেড রোডের দিক থেকে আসা একটি ব্যক্তিগত গাড়ি পুলকারটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় পুলকার। আহত হয় গাড়িতে থাকা ৩ পড়ুয়া ও চালক। সেই সময় গাড়িতে ৮ থেকে ১০ জন স্কুলপড়ুয়া ছিল। এদের মধ্যে এক পড়ুয়ার মাথা ফেটে সেলাই পড়েছে। গাড়ির দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সামনের উইন্ডস্ক্রিনও ভেঙে গেছে। অপর গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে গাড়িটিকে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। তদন্ত শুরু করেছে ময়দান থানার পুলিশ।

স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অভিভাবকরা

প্রতিবেদন : প্রাইভেট টিউশন পড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন স্কুলের শিক্ষক, এই অভিযোগে এবার বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা। যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুলের মর্নিং সেকশনের টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধেও দুর্ব্যবহার-সহ আরও নানা অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযুক্ত টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে ১৮টি অভিযোগ করে সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুল এবং জেলা স্কুল পরিদর্শককেও জানানো হয়েছে। শুধু অভিভাবকেরাই নন মর্নিং সেকশনের একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাও ওই টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগকারীরা জানাচ্ছেন, ওই টিচার ইনচার্জ একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দীর্ঘদিন ধরে তিনি হেনস্থা করে আসছেন। নির্দিষ্ট ক্লাস রুটিন না থাকায় প্রতিদিন সব বই নিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে হচ্ছে । যোগ দিবসে উপস্থিত না হওয়ায় অনেক শিক্ষক শিক্ষিকার ক্যাজুয়াল লিভ কেটে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

সুন্দরবনে বাড়ছে লবণাক্ত জল হারিয়ে যাচ্ছে মিষ্টি জলের মাছ

সংবাদদাতা, সুন্দরবন : সুন্দরবন শুধু বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যই নয়, এটি বাংলার লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীর রুজি-রুটির প্রধান উৎস। প্রকৃতির এই অনন্য দান আজ জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক অবহেলার কারণে চরম সংকটে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগত গাফিলতি এবং উদাসীনতা এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের।

দিনের পর দিন যেভাবে কলকারখানায় নির্গত বিরামহীন কালো ধোঁয়া আকাশে বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে, তাতে সুন্দরবনের প্রায় ২০০ কিলোমিটারের অধিক ফেন্সিং নেটে মোড়া বঙ্গের মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের এই আঁতুড়ঘর আজ বিপন্ন হতে বসেছে।

সুন্দরবনের জন্য স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ তৈরির প্রতিশ্রুতি এখনও অধরা। আমফান বা ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর মৎস্যজীবীদের জন্য কেন্দ্রীয় প্যাকেজ ছিল নামমাত্র। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের চরম নিষ্ক্রিয়তার কারণে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র আজ ধ্বংসের মুখে। মাটির লবণাক্ততা। ফলে মিষ্টি জলের মাছ বিলুপ্তির পথে। মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির সময়ে মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থানের যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি সরকার দিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবেই রয়ে গেছে।

বিশেষ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চল কলস, নেতিধোপানি, বনি, চুলকাটি কিংবা চিতুরি বিট অফিসগুলো আজ ধ্বংসের মুখে। যেখানে পর্যটকরা আসেন সৌন্দর্য উপভোগ করতে আর সেখানে এই মুহূর্তে কংক্রিটের দেওয়ালে ফাটল, কোথাও বা অবাধ বন্য জীবজন্তু যে কোন মুহূর্তে এসে কর্মীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যারা নিজেদের জীবন বাজি

নিষ্ক্রিয় পরিবেশমন্ত্রক

রেখে পর্যটকদের দিনের পর দিন সুরক্ষা দিচ্ছেন, জানা নেই তাঁরা অর্থাৎ বনকর্মীরা আজ কতটা সুরক্ষিত। তবে এখানকার পরিকাঠামো যেভাবে লবণাক্ত জলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাতে অতীতের এই ঐতিহ্য পীঠস্থানগুলি তার গরিমা দিনের পর দিন হারাতে বসেছে।

দিনের পর দিন সুন্দরবনে আসা পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। আবাসনগুলি দেখভাল করার কর্মী থাকলেও, সরকারি সেইসব পর্যটন আবাসনগুলির সৌন্দর্য বা হাল হকিকত ফেরাতে কোন অর্থ বরাদ্দ করছে না সরকার। পূর্বতন সরকার সুন্দরবনের অনেক উন্নয়ন করে গেছে। তবে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে পট পরিবর্তনে সরকার বদল হয়েছে। এখন দেখার, সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্রগুলির সেই উন্নয়নের ধারা নতুন সরকার বজায় রাখতে পারে নাকি।

ভেঙে পড়ল কুড়মিভবন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামে নতুন বাসস্ট্যান্ডের পাশে কুড়মিভবনের একাংশ ভেঙে পড়ায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম নতুন বাসস্ট্যান্ডের পাশে অবস্থিত ভবনটির একাংশ হঠাৎ ভেঙে পড়ে। রাস্তায় লোকজন না থাকায় ভাঙা চাঙড় ও নির্মাণসামগ্রী রাস্তার উপর পড়ায় অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। এর জেরে একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুড়মি জনজাতির একাংশ জানিয়েছে, ভবনটি এখনও পুরোপুরি হস্তান্তরের আগেই একাংশ ভেঙে পড়েছে। দ্রুত পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

যোগীরাজ্যে বাঙালি চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : যোগীরাজ্যে কর্মরত হুগলির এক তরুণ চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আইএমএসের হস্টেল থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৬ বছরের ঋত্বিক কুণ্ডুর দেহ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। রবিবার হস্টেল রুমের দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকায় সন্দেহ হয়। পরে ঘরের ভিতরে ঢুকে ঋত্বিক কুণ্ডুকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তদন্তকারীদের দাবি, ঘর থেকে একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি তাঁর হাতে একটি আইভি ক্যানুলাও লাগানো ছিল। ঘটনার আসল কারণ জানার জন্য দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি ফরেন্সিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া চিঠিতে বাবা মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ঋত্বিক। তিনি লিখেছেন, পরিবারের কোনও ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি। পাশাপাশি জীবনের চাপ এবং কঠিন বাস্তবতার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে ওই চিরকুটই মৃত্যুর একমাত্র কারণ কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলতে চাইছে না পুলিশ। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখতে পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং সব রকমের তদন্তের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

পুকুর থেকে উদ্ধার ২ মাসের শিশুর দেহ

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : মায়ের অনুপস্থিতিতে ঘর থেকে উধাও ২ মাসের শিশু। অবশেষে দেহ মিলল বাড়ির পাশের পুকুর থেকে। এই ঘটনায় উত্তাল হাসনাবাদ থানার বোলদেপোতা এলাকা। কে বা কারা এই নৃশংস খুন করল তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই বাড়িতে শিশুটির ঠাকুমা, দাদু ও মা থাকতেন। তার বাবা কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকেন। রবিবার ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ফিজার দাদু ও ঠাকুমা পাশে শিশুটির জেঠুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে শিশুটি এবং তার মা ফিরোজা বিবি দু'জন ছিলেন। ফিরোজা বিবির দাবি, বারান্দায় খাটে শিশুটিকে শুইয়ে তিনি বাথরুমে গিয়েছিলেন। গেট বন্ধ

ছিল। ফিরোজা মেয়েকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এরই মধ্যে হাসনাবাদ থানাতেও শিশু নিখোঁজের খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ। সেই সময় বাড়ির পাশের পুকুরে টর্চের আলোয় দেখতে পাওয়া যায় শিশুটি ভাসছে। তড়িঘড়ি শিশুটিকে তুলে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পরিবারের তরফ থেকে হাসনাবাদ থানায় পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। হাসনাবাদ থানার পুলিশ পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্য
30 June, 2026 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৮ নং ওয়ার্ডে বাগবাজারে
জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রায় ভক্তরা

বিজেপির ভুয়ো প্রতিশ্রুতি ফাঁস
অন্নপূর্ণা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে ক্ষোভ বাসিন্দাদের

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া: ক্ষমতায় আসার আগে দেওয়া বড় বড় প্রতিশ্রুতি যে কেবলই 'ভোটের গিমিক' ছিল, তা আরও একবার হাতেনাতে প্রমাণিত হল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ায়।

অন্নপূর্ণা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত করতে না পেরে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন গ্রামবাসীরা। ক্ষোভ পরিণত হল বিক্ষোভে, রাস্তা বন্ধ করে চলল বিক্ষোভ। ভোটের আগে গালভরা প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা পূরণের সময় তাঁদের কঙ্কালসার রূপ বেরিয়ে এসেছে। চরম হেনস্থার শিকার হয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পরিবর্তিত হয়ে নতুন সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনা এবং স্বাস্থ্যসাথী পরিবর্তন হয়ে আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে আগেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। বিজেপি সরকারের এই যোজনা থেকে অনেকেরই নাম বাদ গেছে। ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারতে সহ অন্যান্য প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করার জন্য সরকারের পক্ষে একাধিক ক্যাম্প করেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এরপরেও বহু মানুষ প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষ করে অন্নপূর্ণা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত এই দুটি প্রকল্প নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে মহিলারা। তারই প্রতিফলন দেখা গেল বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার যশাইকাটি আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতে। অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করতে ভোর থেকে লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা। অবশেষে নাম নথিভুক্ত করতে না পেরে ক্ষোভে, রাগে রাস্তা অবরোধ করে পঞ্চায়েতের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় সাধারণ মানুষ। যশাইকাটি আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সরকার আমাদের গরিব মানুষের জন্য সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধার কথা বলছে। অন্নপূর্ণা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত সহ বিভিন্ন রকম প্রকল্প চালু করেছে। সরকার মুখে দিচ্ছে বললেও সেই পরিকাঠামো আমাদের এখানকার পঞ্চায়েতগুলিতে করেনি। ফলে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা কেউ ৮ ঘণ্টা কেউ ৭ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েছি। এখন বলছে হবে না। সরকারের বিষয়গুলি দেখা উচিত। তৃণমূল কংগ্রেসের তৈরি করা মডেলকে চুরি করে নিজেদের নামে চালাতে গিয়ে এখন সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলেছে পদ্ম শিবির। তৃণমূলের আমলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা 'স্বাস্থ্যসাথী'র মতো প্রকল্প পেতে মানুষকে এমন হাহাকার করতে হয়নি, যা আজ অন্নপূর্ণা যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত করতে গিয়ে হচ্ছে।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকতে বর্তমান শাসকদল পুলিশ দিয়ে সাধারণ মানুষের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করলেও, বাদুড়িয়ার রাজপথে গ্রামবাসীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ফাঁপা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর যাই হোক, সাধারণ মানুষের পেট ভরানো যায় না।

মায়াপুরে ইসকনের মন্দিরে স্নানযাত্রা

সংবাদদাতা, নদিয়া : ভক্তি ও ঐতিহ্যের আবহে পালিত হল মায়াপুরের ইসকনের রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ স্নানযাত্রা। আজ ভোর থেকেই ইসকনের রাজাপুর মন্দিরে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে স্নানযাত্রাকে ঘিরে। হরিনাম সংকীর্তন, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলছে এই স্নানযাত্রা উৎসব। শাস্ত্রসম্মত নিয়ম মেনে পবিত্র গঙ্গাজল, চন্দন, দুধ, দই, মধু, ঘি, নারকেলের জল ও সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার স্নানযাত্রা সম্পন্ন হচ্ছে। পুরাণ মতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সময় থেকেই এই উৎসবের প্রচলন। আজকের পর থেকে আগামী এক পক্ষকাল সাধারণ ভক্তদের জন্য দর্শন বন্ধ থাকবে। পরে 'নবযৌবন দর্শন'-এর মাধ্যমে পুনরায় দর্শন দিয়ে রথে আরোহণ করবেন জগন্নাথদেব। স্নানপর্বের শেষে ভগবানকে

ঐতিহ্যবাহী গজবেশে সজ্জিত করা হয়, যা দর্শনার্থীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। এই বিশেষ রূপ দর্শনের জন্য মন্দিরচত্বরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন অসংখ্য ভক্ত। দিনভর হরিনাম সংকীর্তন, গীতাপাঠ, বিশেষ ভোগ নিবেদন, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি চলে। স্নানযাত্রা উৎসবকে ঘিরে ইসকন মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কয়েকশো পুলিশ কর্মী মোতায়ন করা হয়।

জীবিকা কেড়ে

(প্রথম পাতার পর) চারদিনের মাথায় অ্যাকশনে নেমে পড়ল হাওড়া পুরসভা ও লিলুয়া থানা। জোরকদমে চালানো হল বুলডোজার! কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের কোনও বন্দোবস্ত করা হয়নি প্রশাসনের পক্ষে থেকে। এলাকাবাসী প্রশাসনের এই বুলডোজারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। প্রশ্ন তোলে, তাহলে কি এই সরকার শুধু ভেঙেই যাবে? বদলের বাংলাতে নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে সাধারণ মানুষের। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এলাকার নিকাশি সমস্যা সমাধানে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। যদিও উচ্ছেদ হওয়া দোকানদাররা বলছেন, আমরা পুনর্বাসনের আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই আবেদনে কান দেয়নি প্রশাসন। সম্পূর্ণ অমানবিকভাবে আমাদের সমস্ত দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। এখন আমাদের চলবে কীভাবে? এইভাবে মানুষের পেটে লাথি মেরে কোনও উন্নয়ন সম্ভব? এই সরকার গড়তে পারে না, শুধু ভেঙে চলেছে।

আত্মঘাতী প্রৌঢ়

(প্রথম পাতার পর)
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে গেলেন এই হকার। ছেলে রাহুলের কথায়, গত সপ্তাহে রেল বাবাকে ১৪০০ টাকা জরিমানা করেছিল। তারপর থেকেই তাঁর হতাশা বেড়েছিল। সে কথা বাড়িতে জানিয়েছিলেন তিনি। তারপর এই ঘটনা ঘটল। কার্তিকের সহকর্মীরা বলেন, ১ জুলাই থেকে ট্রেনে সম্পূর্ণভাবে হকারি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে রেল নির্দেশিকা জারি করার পর থেকেই আশঙ্কা গ্রাস করেছিল কার্তিকের। শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন। আর ফেরেননি। রবিবার সকালে কাঁকিনাড়া স্টেশনের কাছে আপ মাতারা এক্সপ্রেসের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন। ঝালমুড়ির বাক্সটি কাঁকিনাড়া স্টেশনের একটি দোকান থেকে উদ্ধার হয়।

কার্তিকই পরিবারের প্রধান রোজগেরে সদস্য। বাড়িতে আছেন স্ত্রী, বৃদ্ধা মা, বিবাহিত ছেলে। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের হকার উচ্ছেদ নীতি নিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল। প্রশ্ন উঠেছে, ভোট প্রচারে এসে ঝাড়গ্রামে ঝালমুড়ি কিনে খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর আজ এক ঝালমুড়ি বিক্রেতা তাঁদের অনৈতিক নীতি প্রণয়নের জেরে জীবিকা হারানোর ভয়ে জীবন বিসর্জন দিলেন, তার পরও তাঁদের নেতাদের মুখে কোনও কথা নেই।

বাড়িতে কেন

(প্রথম পাতার পর)
সাংসদের হয়ে হাইকোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। তাঁর বক্তব্য, একটি এফআইআরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিষেকের বাড়িতে যায়। কিন্তু ওই অভিযোগপত্রে তাঁর মক্কেলের নাম নেই। সুমিত রায়ের নাম রয়েছে। সুমিত তাঁর মক্কেলের বাড়িতে আছেন, শুধু এই সন্দেহের বশে পুলিশ তল্লাশি চালায়। ভোর ৩টের সময়ে পুলিশ বাড়িতে পৌঁছায়। ভোর ৫টায় বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে ডাকে দরজা ভাঙার জন্য। পুলিশের এই অতিসক্রিয়তা কেন? কোনও তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়াই অভিযান চালায় পুলিশ। এই তল্লাশির কাজে বাহিনী নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বলেও অভিযোগ করেন আইনজীবী। এরপর রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদারে উদ্দেশ্যে বিচারপতি ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, ১৩ জুন অত রাতে কেন তল্লাশি হল? দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে বিচারপতি জানান, আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে পুলিশকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

পাশ করাল কালা কানুন

(প্রথম পাতার পর) কংগ্রেসের। বিধানসভায় গায়ের জোরে পাশ করিয়ে নেওয়া হল গুন্ডাদমনের মতো কালা বিল। আর এটা করা হল বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার দাবিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই। সংশোধনী-সহ এই দাবি জানিয়েছিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

শেষ পর্যন্ত সংখ্যার জোরেই বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল 'গুন্ডাদমনের' নামে আনা এই বিল।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে সোমবার বিধানসভায় পেশ হল 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, ২০২৬' এককথায় 'গুন্ডাদমন বিল'। একে ব্রিটিশের রাওলাট আইনের ২০২৬ সংস্করণ বলে কটাক্ষ করেন কুণাল ঘোষ। এদিন, নিজের বক্তব্যে সে-কথা উল্লেখ করে বেলেঘাটার বিধায়ক বলেন, এই বিলে পূর্ণ সমর্থন করেও বলছি, বিলের কিছু কিছু অংশ ব্রিটিশের রাওলাট আইনের ২০২৬-এর সংস্করণ। সেগুলি বদলের প্রস্তাব দেন কুণাল। সেইসঙ্গে বিলটির প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্যে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য, এই বিলে পুলিশের এসপি বা ওই উচ্চতার পুলিশকর্তারা মনে করলে কোনও সমাজবিরোধীকে ১ বছর জেলে আটকে রাখতে পারবেন। এই বিলে গুন্ডা বা সমাজবিরোধীদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশাসন মনে করলে প্রিভেনটিভ আরেস্টও করতে পারে। এখানেই শেষ নয়, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনা ও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে গুন্ডার বা তাদের শাগরেদদের সম্পত্তি বিক্রি করেও ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে প্রশাসন। ফলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ক্রাইমের ক্ষেত্রে পুলিশের হাতে কড়া আইন তুলে দিতে চাইছে রাজ্য। তবে তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন না করা! ফলে সিলেক্ট কমিটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পর পরিমার্জিত বিল আনা উচিত বলেই মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখ্য, এদিন ধ্বনি ভোটে (১৭৬-৪১, ২০ জন ভোট দেননি) বিলটি পাশ হয়ে যায় বিধানসভায়। এদিন সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, এই বিলটি নিয়ে একদিন অন্তত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আলোচনার দরকার ছিল। আমাকে বলতে দিল না। বাকিরাও পর্যাপ্ত সময় পেলেন না। কুণালের কটাক্ষ, এমন একজনকে বিএ কমিটিতে রাখা হয়েছে যিনি ধর্ষণে অভিযুক্ত। এরা আবার সময় ঠিক করছে এমন ভাবে যাতে আমি বলতে না পারি। আসলে আমাকে ভয় পাচ্ছে। এই ঘটনার পর কুণাল ঘোষ বলেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে সর্বসম্মতি ও সামাজিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, গুন্ডাদমন বিলের ডিভিশনের সময় তাঁদের শিবিরের ২০ জন সমর্থনকারী সদস্য ভোটদানে অংশ নেননি এবং হলুদ স্লিপ জমা দেননি। বিরোধীদের মতামত উপেক্ষা করে এবং কণ্ঠরোধ করে যেভাবে দুই বিল পাশ করানো হয়েছে, তা গণতান্ত্রিক বিধানসভা পরিচালনার পরিপন্থী। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আইন পাশ করানো গেলেও বিরোধী কণ্ঠকে দমন করে গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করা যায় না বলেই দাবি দলের।

প্রণামীও লুঠ

(প্রথম পাতার পর) জবাবদিহি করতে হবে যুব সমাজের কাছে।

দেশের বুকে আজ চরম আরাজকতা চলছে। বিশ্বগুরু বিদেশ ভ্রমণ আর আত্মপ্রচারে ব্যস্ত, এদিকে দেশ পিছিয়েই চলেছে। ক্ষুধার্ত সূচকে আরও নেমে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কারও পিছনে ভারত। সুস্বাস্থ্য থেকে শিক্ষাক্ষেত্রেও পিছিয়ে যাচ্ছে দেশ। দেশের অর্থনীতি থমকে গিয়েছে। শিল্পের বিস্তার হয়নি। কর্মসংস্থানের কোনও দিশা দেখাতে পারেনি কেন্দ্রের সরকার। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বেকারত্ব। পরিবেশ রক্ষায় ভারত নামতে নামতে ১৬৪-তে পৌঁছেছে। এখনও বিশ্বগুরু মনে করছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে সবক্ষেত্রেই বিশ্বের এক নম্বর স্থান দখল করবে। আর এই মিথ্যে দিয়েই দেশের মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে বিজেপি, ভুল বোঝাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির এই মিথ্যাচারের রাজনীতির বিরুদ্ধেই এবার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি এক্সে লেখেন, আজ বিজেপিকে তাদের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভোটারের কাছে জবাবদিহি করার সময় এসেছে। তাদের জবাবদিহি করতে হবে ঠিক কী কারণে আরএসএস ও ভিএইচপিকে দিয়ে 'রাম লালা'র সম্পদ লুঠ করেছে। রামমন্দিরে প্রণামীর টাকা, সোনা, রুপো মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। এবার তারা রামভক্তদের কী বলবেন, কী বলবেন হিন্দু ভোটারদের? এটাই কি বিজেপির রাম-রাজনীতি? শুধু তাই নয়, তরুণ ভোটারদের কাছেও জবাবদিহি করতে হবে বিজেপিকে। কারণ একটার পর একটা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা বাতিল হচ্ছে। নিটের পর বিজেপি-রাজ্যে টেটে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বিজেপি। মহুয়ার সাফ কথা, একদিকে রামমন্দিরের প্রণামী লুঠ, অন্যদিকে প্রশ্নফাঁসের দুর্নীতি— এভাবেই কোষাগার ভরাচ্ছে বিজেপি। তার জবাব তো এবার দিতেই হবে। তা না হলে, 'অপারেশন স্টিল এমপি' বা সাংসদ হাতিয়ে নেওয়ার কৌশলও তাদের বাঁচাতে পারবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

30 June, 2026 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৩০ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

পুকুরের জলে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার হল ১৫ বছরের এক কিশোরের মৃতদেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকালে পুরাতন মালদহ এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ডুয়ার্স • জলমগ্ন বানারহাটের বিস্তীর্ণ এলাকা • ভাসছে কোচবিহারও

ধূপগুড়িতে নদীবাঁধে ফাটল, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা, হেলদোল নেই প্রশাসনের

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

বাড়িতে ঢুকেছে জল, ধূপগুড়িতে রাত জেগে বসে অসহায় বৃদ্ধা। ডানদিকে, জলমগ্ন এলাকা, বাড়ছে বিপদ।

টানা দু'দিনের অবিরাম বর্ষণে বিপর্যস্ত ধূপগুড়ি। শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের নিচে তলিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, জলঢাকা নদীর বাঁধে ফাটল ও ভাঙন শুরু হওয়ায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে বারঘরিয়া এলাকায়। একদিকে ঘরে জল ঢোকায় অসহায় বাসিন্দারা, অন্যদিকে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কায় রাত জেগে নদীপাড়ে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসীরা। শহরের বেহাল দশা জলের নিচে বসতবাড়ি ধূপগুড়ি শহরের ১, ৩, ১০, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পরিস্থিতি সবচেয়ে সংকটজনক। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলাভূমি ভরাট এবং নিকাশি ব্যবস্থার চরম ব্যর্থতার কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে শহর। বহু বাড়িতেই কোমরসমান জল, যার ফলে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে জরুরি নথিপত্র নষ্ট হচ্ছে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৌমিতা চন্দের আক্ষেপ, প্রতি বছর একই ছবি। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনো স্থায়ী সুরাহা মেলেনি। একই সুর শোনা গেছে শিক্ষিকা রুমা সাহার গলায়। তাঁর অভিযোগ, শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থদের নিয়ে ঘরে বন্দি থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও সাহায্য বা নিকাশি ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। বারঘরিয়া ব্লকে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি শহরের পাশাপাশি ধূপগুড়ি ব্লকের বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটকিদহ এলাকাও জলের তলায়। ১৫-২০টি বাড়িতে নোংরা জল ঢুকে যাওয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়েছে। শৌচালয়ের জল আর বৃষ্টির জল মিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় রান্নাবান্না ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা থমকে গেছে। রাত জেগে কাটাচ্ছেন বারঘরিয়ার বাসিন্দারা জলঢাকা নদীর মাটির বাঁধে বড়সড় ফাটল দেখা দিয়েছে। জলস্তর সামান্য বাড়লেই বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। কোনো বড় বিপর্যয় এড়াতে তাই গ্রামবাসীরা নিজেরাই রাত জেগে নদীপাড়ে পাহারা দিচ্ছেন। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি পরিবেশপ্রেমী ভজন সাহা এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শঙ্কর দাসের মতে, শুধুমাত্র ত্রাণ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অবৈধভাবে জলাভূমি ভরাট বন্ধ করা এবং নিকাশি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারই দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের একমাত্র পথ। বাঁধ মেরামতি এবং নদীভাঙন রোধে অবিলম্বে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ভুটান পাহাড় সংলগ্ন ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী বৃষ্টির ফলে, বিপদ সীমার ওপর দিয়ে জল যাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের হাতি নালা দিয়ে।

কালভার্টে ফাটল, গ্রামবাসীরাই নামলেন মেরামতের কাজে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বৃষ্টির জেরে নদীর স্রোতে ভেসে আসা কচুরিপানার চাপে ফাটল দেখা দিয়েছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯৫ নম্বর দারিকামারি এলাকার শিউলি নদীর উপর থাকা একটি কালভার্টে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে যে কোনও সময় কালভার্টটি ভেঙে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হতে পারে। রবিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টির ফলে শিউলি নদীতে জলস্রোত বেড়ে যায়। সেই স্রোতের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ কচুরিপানা ভেসে এসে কালভার্টের হিউম পাইপের মুখে আটকে যায়। সোমবার সকালে কয়েকজন গ্রামবাসী বিষয়টি দেখতে পেয়ে অন্যদের খবর দেন। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনের সাহায্যের অপেক্ষা না করে গ্রামবাসীরাই

প্রশাসনে ভরসা নেই, জানালেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

কোদাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে কালভার্টের মুখ থেকে কচুরিপানা সরানোর কাজে নেমে পড়েন। তাঁদের দাবি, জলপ্রবাহ স্বাভাবিক না হলে কালভার্টের উপর চাপ আরও বাড়বে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কালভার্টটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত মেরামত করা এবং কচুরিপানা নিয়মিত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা জরুরি। তাঁদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, যাতে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো যায় এবং এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকে।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ডেপুটেশন সাফাই কর্মীদের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : রাজ্যের বাজেটে ব্রাত্য সাফাই কর্মীরা। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এবার সরব হলেন তাঁরা। সোমবার নর্থ বেঙ্গল বাসফোর এন্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্য সমস্ত সাফাইকর্মীরা একজোট হয়ে দাবি জানিয়ে জেলাশাসকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দেন। প্লাকার্ডে তাঁদের দাবি লিখে জানান প্রতিবাদও। সংগঠনের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাফাই কর্মীরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এলেও তাদের আর্থিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের অভিযোগ, এবারের রাজ্য বাজেটেও সাফাই কর্মীদের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা বা অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়নি। তাই দ্রুত সাফাইকর্মীদের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ, বেতন বৃদ্ধি, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও

জানানো হয়েছে, তাদের দাবিগুলি সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই জেলাশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এও জানান দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আলোচনা করে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন।

বদলায়নি পরিস্থিতি, সমস্যায় রায়গঞ্জের বাসিন্দারা, ক্ষোভ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: জলবন্দি রায়গঞ্জ শহরের একাধিক এলাকা। আর সেই তীব্র জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তির দাবিতে পরপর দু'দিন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে শামিল হলেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। রবিবার প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস মিললেও সোমবারও পরিস্থিতি বদলায়নি, কোনও কাজ শুরু হয়নি— এই অভিযোগ তুলে সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসেই রায়গঞ্জের পুরনো জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন উত্তর কলেজপাড়া ও পূর্বাশাপাড়া-সহ সংলগ্ন এলাকার শতাধিক মানুষ। যার জেরে সপ্তাহের শুরুতেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা, তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। চরম ভোগান্তির শিকার হন অফিসযাত্রী, স্কুলপড়ুয়া এবং নিত্যযাত্রীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত কয়েকদিনের একটানা বৃষ্টির জেরে তাঁদের এলাকায় জল নিষ্কাশনের কোনও সঠিক ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে রাস্তার উপর এক হাঁটু বা তারও বেশি জল জমে রয়েছে। আরও বিপজ্জনক বিষয় হল, নর্দমার নোংরা নিকাশি জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশে গিয়ে তা সরাসরি ঢুকে পড়েছে মানুষের ঘরে ঘরে। বহু বাড়ির শোয়ার ঘর, রান্নাঘর থেকে শুরু করে শৌচালয়— সবই এখন জলের তলায়। জলাবদ্ধতার কারণে ঘরের ভেতরে রান্না করার মতো পরিস্থিতি নেই, এমনকি শুকনো জায়গায় বসে দু-মুঠো খাওয়ার উপায়টুকুও হারিয়েছেন দুর্গতরা। দীর্ঘদিন ধরে ঘরে জল জমে থাকায় গৃহস্থালির মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট হতে শুরু করেছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে চরম দুর্গন্ধ। এর ওপর জমা জলে সাপ, ব্যাঙ এবং বিভিন্ন বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন এলাকার শিশু ও বয়স্করা।

রাজরীতি মেনে ১০৮ কলস জলে স্নান মদনমোহনের

সংবাদদাতা কোচবিহার : রাজ আমলের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় রীতি মেনে সোমবার মদনমোহনের পুণ্য স্নানযাত্রা উৎসব পালন হল। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ১০৮ কলস পবিত্র জল ও সহস্র ধারার জল দিয়ে স্নান করানো হয় মদনমোহন দেবকে। এই মহাস্নানকে কেন্দ্র করে পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে ভক্তিমুখর কোচবিহার। ঐতিহ্য মেনে ১০৮ ঘটির পবিত্র জলে মহাস্নান করানো হলো মদনমোহন ঠাকুরকে। সকাল থেকেই মদনমোহন বাড়িতে ছিল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল মদনমোহন ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী স্নানযাত্রা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও বৈদিক

মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে ১০৮ ঘটির পবিত্র জলে ঠাকুরের মহাস্নান সম্পন্ন হয়। এই মহাস্নানে ব্যবহৃত হয় গঙ্গার জল, সমুদ্রের জল, বৃষ্টির জল, ডাবের জল, মধুসহ নানা পবিত্র উপাদান। সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা ঠাকুরের দর্শন ও আশীর্বাদ লাভের আশায় এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। মহাস্নান শেষে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, ভোগ নিবেদন এবং যজ্ঞ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনভর ভক্তিময় পরিবেশে মুখর ছিল গোটা মদনমোহন বাড়ি। ঐতিহ্যবাহী এই স্নানযাত্রাকে ঘিরে কোচবিহার জুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, বহু বছরের ঐতিহ্য মেনেই প্রতিবছর এই স্নানযাত্রার আয়োজন করা হয়। এ বছরও শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে সমস্ত ধর্মীয় আচার।

আমার বাংলা
30 June, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘোষণাই সার, টাকা না পেয়ে ধূলিয়ানে মহিলাদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, সামসেরগঞ্জ : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুকরণে বিজেপি অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করার কথা ভোটের আগে বড় গলায় ঘোষণা করে। তিন হাজার টাকা করে দেবে বলে দাবিও করে। কিন্তু প্রায় দু মাস হতে চলল কেউই প্রায় টাকা পাননি। না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকরা, না নতুন কেউ। তার জেরেই ধূলিয়ান পুরসভার সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন মহিলারা। অভিযোগ, ফর্ম পূরণ করার পরেও অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা তাঁরা পাচ্ছেন না। সোমবার সামসেরগঞ্জ বিধানসভার ধূলিয়ান পুরসভার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন শতাধিক মহিলা। ৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নেতৃত্বে ওই বিক্ষোভ হলেও অন্য ওয়ার্ডের বহু মহিলাও তাতে অংশ নেন। বিক্ষোভকারীরা পুরসভার সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন এবং তাঁদের অভিযোগের দ্রুত সমাধানের দাবি জানান।

ধূলিয়ান পুরসভার সামনে মহিলাদের প্রবল বিক্ষোভ। সোমবার।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদনপত্রজমা দেওয়ার পর অনিশ্চয়তা শুরু হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে তাঁদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বারবার বিভিন্ন নথি চাওয়া, আবেদন গ্রহণে টালবাহানা এবং স্পষ্ট কারণ না জানিয়ে বহু আবেদন বাতিল হতে চলেছে বলে তাদের আশঙ্কা। ফলে প্রকৃত সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

আন্দোলনকারী মহিলাদের আরও অভিযোগ, যাঁদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল, তাঁদের আবেদন

অন্নপূর্ণা যোজনা

গ্রহণ করা হলেও প্রকৃত দরিদ্র পরিবারের বহু আবেদন নিতে টালবাহানা চলছে। তাঁদের দাবি, আবেদনকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি এবং পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভের জেরে পুরসভার সামনে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা। ওই অভিযোগ নিয়ে ধূলিয়ান পুরসভার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ১ জুলাই কাদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকবে সেদিকেই তাকিয়ে সামসেরগঞ্জের মহিলারা।

মেয়ের সন্ধানে কুলটি গিয়েও নিরাশ বাবা

প্রতিবেদন : তিন মাস ধরে নিখোঁজ বীরভূমের ২৪-এর তরুণী অমৃতা সিংহ। বাবা হন্যে হয়ে খুঁজছেন মেয়েকে। ছবি ও নিজের ফোন নম্বর দেওয়া প্ল্যাকার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরালও হয়েছে। সদ্য খবর পেয়েছিলেন তরুণীকে আটকে রাখা হয়েছে আসানসোলের একটি বাড়িতে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তিনি সোজা পৌঁছে যান সিউড়ি থানায়। যোগাযোগ করেন বীরভূম জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গেও। পুলিশ কর্তারা অবিলম্বে তাঁদের গাড়িতে বৃদ্ধকে আসানসোলের কুলটি থানা এলাকায় নিয়ে গেলেও খোঁজ মেলে না মেয়ের। অসহায় বাবাকে আবার । নিরাশ হয়ে ফিরতে হল। এর আগে একবার কলকাতার বিধাননগর থেকেও একটা খবর পেয়ে এসে দেখেন সেই অন্য মেয়ে। শেষবার অমৃতাকে দেখা গিয়েছিল মল্লারপুর বাসস্ট্যান্ডে। তারপর সে কোথায় হারিয়ে গেছে কেউ জানে না। অজস্র ফোন আসছে, কিন্তু মেয়ের সন্ধান মিলছে না।

পোড়ামার বিশেষ পুজো

প্রতিবেদন : নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পোড়ামাতলা কেবল একটি সাধারণ মন্দির বা উপাসনাস্থল নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে কয়েক শতকের প্রাচীন ইতিহাস, দিকপাল পণ্ডিতদের স্মৃতি, ঐতিহ্য। এখানকার দেবী 'পোড়ামা' আজও পূজিত হন। এখানে দেবীর কোনও স্থায়ী মৃন্ময়ী বা পাথরের মূর্তি নেই। প্রাচীন বিশাল এক বটবৃক্ষের কোটরে থাকা ঘটে প্রতিদিন দক্ষিণাকালীর মন্ত্রে দেবীর নিত্যপূজা ও ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। তবে জগন্নাথদেবের স্নান পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে মায়ের বিশেষ আবির্ভাব দিবস বা জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। সোমবার সেই পুজো পালিত হল নিষ্ঠার সঙ্গে।

এক সন্ধ্যায় ধনঞ্জয়

বন্ধুকে ঘিরে বন্ধুরা একটি সন্ধে কাটাল কলকাতার অবনীন্দ্র সভাঘরে। কবি নাট্যকার সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষালকে নিয়ে 'এক সন্ধ্যায় একা ধনঞ্জয়' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল হুগলির বৈদ্যবাটীর শ্রুতি সংসদ। কুশাঙ্কুরের শিল্পীদের সমবেত গানে সূচনা হয়। কথায়, কবিতায়, গানে, নাটকে, আখ্যানে অংশ নেয় কচিকাঁচারা। সঞ্চালনায় ছিল অমৃতা ঘোষাল, সঞ্জয় দত্ত। ভাবনায় শংকর আচার্য ও মৃণালকান্তি দাস।

শেষমেশ তৃণমূলের সাহায্যে বিজেপির পঞ্চায়েত বোর্ড!

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : পঞ্চায়েতে বোর্ড গড়তে গিয়ে শেষমেশ সেই তৃণমূলের সাহায্য নিতে হল বিজেপিকে। সোমবার নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন। সেখানে বিজেপি বোর্ড গড়তে গিয়ে সাহায্য নিতে হল তৃণমূলের। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ১৮। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল ১২টি আসন এবং বিজেপি ছয়টি আসনে জয়লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তৃণমূল অঞ্চল দখল করে। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের প্রধান ও উপপ্রধান পদত্যাগ করে। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনে তৃণমূলের নয় সদস্যের সাহায্য নিতে হল বিজেপিকে। বিজেপির তরফ থেকে প্রধান হিসেবে সবিতা সাহু মাইতি এবং উপপ্রধান হিসেবে মামণি সাঁতরার নাম প্রস্তাব করা হয়। সেখানে বিজেপির পাশাপাশি সমর্থন জানাতে হয় তৃণমূলের নয় নির্বাচিত সদস্যকেও। এ বিষয়ে নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের।

দামোদর থেকে অবৈধ বালি তুলে গ্রেফতার ১

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিজেপি আমলে দামোদর নদ থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচারের অভিযোগ নতুন করে সামনে এসেছে। সোমবার সকালে পানাগড় সেনাছাউনির ১ নম্বর গেটের সামনে সন্দেহজনকভাবে চলাচল করা ১০টিরও বেশি বালিবোঝাই লরি ও ডাম্পার আটক করে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো চালানের মাধ্যমে দামোদর থেকে অবৈধভাবে বালিপাচার করা হচ্ছিল। আটক গাড়িগুলির চালানে বালির গন্তব্য হিসেবে কলকাতার নাম উল্লেখ থাকলেও সেগুলি বুদবুদের দিকে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। নিধারিত পরিমাণের তুলনায় অতিরিক্ত বালি বোঝাই করা হয়েছিল বলেও দাবি ওঠে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বর্তমানে বর্ষার কারণে বালি উত্তোলন বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু গাড়িগুলি থেকে জল পড়তে দেখে সন্দেহ হয়, রাতের অন্ধকারে নদ থেকে বালি তুলে সরাসরি পাচার করা হচ্ছিল। বুদবুদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে এক বালি ব্যবসায়ীকে আটক করে। পাশাপাশি ২০টিরও বেশি বালিবোঝাই গাড়ি আটক করা হয়েছে।

স্কুল ঢুকতে দেয়নি, তিন পড়ুয়ার নদীতে ডুবে মৃত্যু

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের কুলটিতে নদীতে স্নান করতে নেমে তিন স্কুলপড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, স্কুলে প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ায় ওই ছাত্ররা নদীর ধারে চলে গিয়েছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃত তিন ছাত্রই কুলটির নিয়ামতপুর এলাকার বাসিন্দা এবং এক বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। সোমবার তারা স্কুলে গেলেও, শনিবার অনুপস্থিত থাকার কারণে শাস্তিস্বরূপ স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের ক্লাসে ঢুকতে দেয়নি বলে অভিযোগ। এরপর তারা সেখান থেকে ডিশেরগড় এলাকার নদীর ধারে চলে যায়। নদীর ধারে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করার পর তারা স্নান করতে নামে। সেই সময়ই জলে তলিয়ে যায় তিনজন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্কুলে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ এবং দুর্ঘটনার নেপথ্যের সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভক্তি-আবেগে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে দ্বিতীয় স্নানযাত্রা

সংবাদদাতা, দিঘা : জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রায় দিঘা জগন্নাথ মন্দির হয়ে উঠল এক আধ্যাত্মিক মিলনক্ষেত্র। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দিঘায় স্নানযাত্রা। মঙ্গলবার সেই উপলক্ষে কার্যত উৎসবমুখর পরিস্থিতি সৈকতশহরে। স্নানযাত্রা চাক্ষুষ করতে সকাল থেকেই মন্দিরচত্বরে ভিড় জমান বহুভক্ত। ঘড়িতে ঠিক নটা বাজতেই গর্ভগৃহে বেজে ওঠে কাঁসর, ঘণ্টা। শুরু হয় পাহাণ্ডি বিজয়। প্রথমে মন্দিরের ডানদিকে তৈরি হওয়া স্নান মণ্ডপে নিয়ে আসা হয় সুদর্শন চক্র। এরপর আসেন বলরাম, সুভদ্রা এবং জগন্নাথদেব। তাঁদের সঙ্গে আসেন মদনমোহনও। স্নানযাত্রার জন্য ১০৮ তীর্থক্ষেত্র থেকে কলসভর্তি জল আনা হয়। তাতে মেশানো হয় তুলসীপাতা, কাঁচা দুধ, আতর, চন্দন,

কর্পূর ইত্যাদি। স্নানের আগে সিল্কের চাদরে মুড়ে ফেলা হয় বিগ্রহ। স্নানের পর ফের তাঁদের নতুন সিল্কের কাপড়ে আবর্তন করে পাহাণ্ডি বিজয়ের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় গর্ভগৃহে। সেখানে জগন্নাথদেব ও বলরামকে গজ বেশ এবং সুভদ্রাকে পদ্মবেশে সজ্জিত করা হয়। পাঁচ রকমের ফল, তারপর নিবেদন করা হয় ৫৬ ভোগ। সকাল থেকে বহুদূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন স্নানযাত্রা দর্শনে। রাত ন'টা পর্যন্ত সাধারণের জন্য জগন্নাথ গজবেশে সকলের সামনে দেখা দেন। এরপর শুরু হয় অনসর পর্ব। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধারমন দাস জানান, ভগবান আজ গজবেশে দেখা দেওয়ার পর আবার ১৫ দিন পরে ভক্তদের সামনে দেখা দেবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বহুতলে ঘুমন্ত পরিবারকে উদ্ধার করলেন দমকলকর্মীরা। সোমবার সকালে নয়ডার সেক্টর ১১৯-এ বহুতলের ২১ তলায় আগুন লাগে এসি বিস্ফোরণের ফলে। কোনও হতাহতের খবর নেই

দিল্লি দরবার
30 June 2026 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
৩০ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

বিয়ের কেনাকাটার কথা বলে কেতনের থেকে ১ কোটি টাকা নেয় সিয়া

পুণে: তদন্তের গভীরে যতই ঢুকছে পুলিশ, ততই উঠে আসছে চমকপ্রদ তথ্য। উঠে আসছে নানা প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, বিয়ের কেনাকাটা করতে হবু স্বামী কেতন আগরওয়ালের কাছ থেকে ১ কোটি টাকা নিয়েছিল বাগদত্তা সিয়া। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, পুণের ব্যবসায়ী কেতনকে যদি পছন্দ না-ই হয় সিয়া গোয়েলের, তাহলে বিয়ের প্রস্তুতির জন্য কেন তাঁর কাছে ১ কোটি টাকার আবদার করল সিয়া? এখানেই শেষ নয়, কেতনকে খুনের আগের মুহূর্তের একটি ঘটনাও রীতিমতো ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। লোহাগড় দুর্গে কেতনকে ধাক্কা মারার ঠিক আগে বসে পড়েছিল সিয়া। তদন্তকারীদের ধারণা, প্রেমিক চেতনের প্রতি এটা ছিল তার একটা সিগন্যাল। কেতন আগরওয়াল খুনে ধৃত সিয়া গোয়েল ও তার প্রেমিক চেতন চৌধুরীর অপরাধের ব্লু-প্রিন্ট এবার প্রকাশ্যে আনল পুলিশ।

তদন্তকারী অফিসারদের দাবি, পরিকল্পনা এতটাই নিখুঁত ছিল যে কোথাও কোনও ত্রুটি রাখেনি সিয়া-চেতন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দুর্গের খাদের ধারে পৌঁছে জল খাওয়া বা জুতোর ফিতে বাঁধার বাহানায় সিয়া যে বসে পড়বে, তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। সিয়াকে বসতে দেখেই চেতন বুঝে যায়, চূড়ান্ত সময় চলে এসেছে। কেতনকে যখন চেতন পেছন থেকে ধাক্কা মারবে, তখন বাঁচার শেষ মরিয়া চেষ্টায় কেতন যদি সামনে থাকা সিয়াকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতেন, তবে সিয়ারও খাদে পড়ে যাওয়ার ১০০ শতাংশ ঝুঁকি ছিল। তাই আগেভাগেই নিচে বসে পড়ে নিজেকে কেতনের নাগালের বাইরে এবং নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়েছিল সিয়া।

দুর্গে ওঠার সময় নিজের পরিচয় আড়াল করতে একটি হুডি পরেছিল চেতন। ওপরে উঠে সেটি খুলে কালো টি-শার্ট পরে কেতনদের ওপর নজরদারি চালায় সে। কাজ হাসিল করে নিচে নামার সময় পুলিশ ও সিসিটিভির নজর এড়াতে ফের সেই হুডিটি গলিয়ে নেয় শরীরে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, ট্র্যাকিং এড়াতে পুণে থেকে লোহাগড় দুর্গ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা স্কুটারে পাড়ি দিয়েছিল চেতন। টোল প্লাজা ও হাইওয়ের সিসিটিভি ক্যামেরা ফাঁকি দিতেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান পুলিশের।

বেপরোয়া বর্ষায় প্রকৃতির রুদ্ররূপ হিমালয়ে

অরুণাচলে হড়পায় হারিয়ে গেল ৯ আধিকারিক-সহ উদ্ধারকারী নৌকা

ইটানগর: উদ্ধার অভিযানে নেমে স্রোতে ভেসে গেল উদ্ধারকারীদের নৌকাই। নিখোঁজ হলেন অন্তত ৯ জন। নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন পদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকও। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর-পূর্বের বন্যা আর ধসবিধ্বস্ত অরুণাচলে। বিরামহীন বর্ষায় ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে হিমালয়ের প্রকৃতি। জনজীবন বিপর্যস্ত দুই পাহাড়ি রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশে। রীতিমতো বিপদের মুখোমুখি অসম এবং সিকিমও। উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশে বাতিল করা হয়েছে শ্রীখণ্ড মহাদেব যাত্রা। এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আবার মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্বের অরুণাচল প্রদেশ। ক্লাউডবার্স্টের পাল্লা দিয়ে বিপদ বাড়িয়েছে ভূমিধস। প্লাবিত একের পর এক জেলা। সোমবার সকালে বন্যাকবলিত এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের সরিয়ে আনার কাজে নেমেছিলেন স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা। আচমকাই প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তাঁদের নৌকা। ভেসে যান অন্তত ৯ জন আধিকারিক। তাঁদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। গত কয়েকদিনে টানা বর্ষণ,আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসে নিখোঁজ হন বেশ কিছু মানুষ। প্রাণও হারান। ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। গত বুধবারই ইয়াজেলি সার্কেলের পুসার কাছে নিপকো প্রোজেক্ট কলোনিতে হড়পা বানের তোড়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন ৩ জন। কেয়ি প্যানইওর জেলায় জলের নীচে হারিয়ে গিয়েছিল প্রায় ২০টি জনবসতি। সেখানে মৃতের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৩। বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্ব সিয়াং এবং লেপারাডা জেলা। প্রশাসনসূত্রে খবর, শুধু ইস্ট সিয়াং জেলাতেই অন্তত ৯টি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বন্ধ যান চলাচল। ব্যাপক ভূমিধসে এবং কাদার স্রোতে বিধ্বস্ত পাসিঘাটকে পাঙ্গিন, মারিয়াং-ইংকিয়ং এবং মেবো-দাম্বুক-বোমজিরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা। বন্ধ জাতীয় সড়কও।

অসমে ভাঙল রেলসেতু

এদিকে, টানা বৃষ্টিতে সিমেন নদীর জলস্তর বেড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসমের একটি রেলসেতু। সিমেন চাপারির একটি রেলসেতুর স্তম্ভ ভেঙে পড়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে জোনাইয়ের সঙ্গে রেল যোগাযোগ।

হিমাচলে বন্ধ শ্রীখণ্ড যাত্রা

অন্যদিকে অবস্থার অবনতি হচ্ছে হিমাচল প্রদেশেরও। লাগামছাড়া বৃষ্টিতে ধসের আশঙ্কায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল শ্রীখণ্ড মহাদেব যাত্রা। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

বিপর্যস্ত বেইল সেতু

প্রবল বৃষ্টিতে অবস্থা সঙ্গিন সিকিমেরও। উত্তর সিকিমের ফি খোলার উপরে নির্মিত বেইল সেতু ভেঙে পড়ায় ফিডাং থেকে সাংকালাং পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে ক্রমশ রুদ্ররূপ নিচ্ছে হিমালয়।

রামমন্দিরের প্রণামী চুরির অভিযুক্তদের পক্ষে সওয়াল করলেই জরিমানা ৫ লক্ষ

অযোধ্যা: চোরেদের হয়ে মামলা লড়বেন না ফৈজাবাদ বা অযোধ্যার কোনও আইনজীবী। সোমবার ফৈজাবাদ বার অ্যাসোসিয়েশনের এক জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেনি আইনজীবীদের সংগঠন। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনও আইনজীবী প্রণামী চুরিতে অভিযুক্তদের পক্ষ নিলে তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। রামমন্দিরের প্রণামী চুরিতে যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদের ফুলেফেঁপে ওঠা সম্পত্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে রামমন্দিরের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকা তিনজন অর্থাৎ 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে ট্রাস্ট'-এর সদ্য প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই, ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য অনিল মিশ্র এবং

ঘোষণা বার অ্যাসোসিয়েশনের

গোপাল রাওকে তিনদিনের মধ্যে অযোধ্যা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে আইনজীবীদের এই সংগঠন। এদিকে রামমন্দিরের এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সাগরিকা ঘোষ। তাঁর কটাক্ষ, প্রভু রামের নাম ব্যবহার করে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করেছে বিজেপি। তাদের আসল রূপ ধরা পড়ে গেছে স্পষ্টভাবে। বেআব্রু হয়ে গেছে আসল মতলব।

বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কালিকাপ্রসাদ মিশ্র জানিয়েছেন, এই মামলায় অভিযুক্তদের হয়ে তাঁদের কোনও আইনজীবী সওয়াল করবেন না। যদি কেউ সেটা করেন, তবে তাঁর কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হবে। প্রণামীকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের আর্জিও জানিয়েছে তারা। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) এর সুপারিশ মেনে বৃহস্পতিবার 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর তরফে পুলিশের কাছে আট জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন অন্যতম ট্রাস্টি কৃষ্ণ মোহন। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে অযোধ্যার বিতর্কিত রাম জন্মভূমি কমপ্লেক্সে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হলে ফৈজাবাদের আইনজীবীরা এই ধরনের অবস্থান নিয়েছিলেন। জঙ্গি হামলায় জড়িত অভিযুক্তদের পক্ষে কোনও স্থানীয় আইনজীবী দাঁড়াননি। ফলে বছরের পর বছর ধরে চলা সেই মামলায় অভিযুক্তদের বাইরে থেকে আইনজীবীর ব্যবস্থা করতে হয়।

অরুণাচলে ভারতের চাষের খেতে চিনের চোখরাঙানি?

ইটানগর: ভারতের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে কোনও কিছুই বলা হয়নি। তবে সীমান্তের জনজাতিরা গুরুতর অভিযোগ এনেছে চিনের বিরুদ্ধে। অরুণাচল প্রদেশের আপার সুবনসিরি জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনজাতিদের একটি সংগঠনের দাবি, ভারতীয় ভূখণ্ডের কয়েক কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে খবরদারি চালাচ্ছে চিনা পিপলস্ লিবারেশন আর্মি। তাঁদের অভিযোগ, গত ছ'বছর ধরে ওই এলাকায় স্থানীয়দের চাষের কাজ এবং পশুচারণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র লালফৌজের দখলদারির ফলে। অরুণাচল প্রদেশের উত্তর অংশে চিন অধিকৃত তিব্বত লাগোয়া ওই অঞ্চলে নাহ্ জনজাতিরা বসবাস করে। তাঁদের সংগঠন 'নাহ্ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'-র সভাপতি জানিয়েছেন, ওই জমি তাঁদের পূর্বপুরুষদের। সেখানে বহু যুগ ধরে তাঁরা শিকার, পশুচারণ এবং চাষ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া আপার সুবনসিরি জেলার কমপক্ষে পাঁচটি এলাকায় বাধা দিচ্ছে চিন।

শিশুকে ধর্ষণ-খুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড

পুণে: ৩ বছরের শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুনের অপরাধে ৬৫ বছর বয়সের এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিল পুণের বিশেষ আদালত। ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাটি গত ১ মে। শিশুটিকে একটি খামারে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করে ওই বৃদ্ধ। বিচারকের মন্তব্য, অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ, চরম বিকৃত মানসিকতার পরিচয়। স্তম্ভিত করে দেয় মানুষের বিবেককে।

দেশ বিদেশ

30 June, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

করাচিতে জঙ্গি হামলার ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আফগানিস্তানে এয়ারস্ট্রাইক চালাল পাকিস্তান। ইসলামাবাদের দাবি, ২৯ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে এবং বহু অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস করা হয়েছে। এই ঘটনায় ফের আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে

রামমন্দির ট্রাস্টের ভূমিকায় সন্দেহ গভীর হচ্ছে

রামের নামে বেনজির দুর্নীতি একধাক্কায় পুণ্যার্থী কমল ৫০%

অযোধ্যা: রামকে নিয়েও ছেলেখেলা করছে বিজেপি! অযোধ্যার রামমন্দিরে ভক্তদের দান করা কোটি কোটি টাকা, সোনা-রুপো-অলঙ্কার গায়েব হওয়ার ঘটনা সামনে আসতেই তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। যোগীরাজ্যের এই বিপুল দুর্নীতিতে আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির ভূমিকা আতশকাচের তলায়। কথায় কথায় 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়া বিজেপি রামমন্দিরের অনুদান চুরি নিয়ে এখন মুখ লুকোচ্ছে। এই বিতর্কের ঝড়ের মধ্যে রামমন্দিরে ভক্তদের দেওয়া অনুদান দুর্নীতির ঘটনায় এবার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এল। সূত্রের খবর, এই বিরাট কেলেঙ্কারির আনুষ্ঠানিক

এই অনুদান চুরির বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরপ্রদেশ সরকার গত ১৩ জুন একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে। সিট-এর গোয়েন্দারা এখন খতিয়ে দেখছেন যে, সামগ্রী তছরুপের অভিযোগ। বিশেষ করে রামলালার মূর্তি এবং পবিত্র পাদুকার উদ্দেশে উৎসর্গ করা ৭০ কেজি রুপো, ১,২৫০ কেজি সোনা এবং ২০০ কোটি টাকা-সহ অন্যান্য দানসামগ্রী কীভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। টাকা তছরুপের এই কেলেঙ্কারির সরাসরি প্রভাব এবার পড়েছে অযোধ্যার পর্যটন ও স্থানীয় ব্যবসাতেও। স্থানীয় দোকানদারদের দাবি, এই দুর্নীতির খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে অযোধ্যায় পুণ্যার্থীদের সংখ্যায় দৃশ্যত ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মন্দিরের কাছেই এক প্রসাদ বিক্রেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, পুণ্যার্থীদের ভিড় প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে। সাধারণত ব্যারিকেডের দুপাশের রাস্তা মানুষের ভিড়ে ঠাসা থাকে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আলাদা। স্থানীয় প্রশাসনের কোপের ভয়ে নাম গোপন রাখতে অনুরোধ করেন তিনি। অন্য এক ব্যবসায়ী কে পি পাণ্ডে বলেন, এই ঘটনার পর এখানে বিজেপির নাম খুব খারাপ হয়েছে। পুণ্যার্থীদের সংখ্যাও প্রচুর কমেছে। গত এক সপ্তাহ ধরে মানুষের ভিড় ক্রমশ পাতলা হচ্ছে। অথচ, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লখনউ আইআইএম প্রকাশিত 'দ্য ইকোনমিক রেনেসাঁ অফ অযোধ্যা, ইন্ডিয়া : এ কেস স্টাডি অন শ্রী রাম মন্দির' শীর্ষক একটি গবেষণায় জানা গিয়েছিল যে, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা উৎসবের পর প্রথম ছয় মাসেই অযোধ্যায় প্রায় ১১ কোটি দর্শনার্থী এসেছিলেন। ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, এই সময়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আয় প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, অযোধ্যায় বার্ষিক পুণ্যার্থীর সংখ্যা ২০২০ সালের ৬০ লক্ষ থেকে বেড়ে ২০২৪ সালে ১৬ কোটিতে পৌঁছেছিল। কিন্তু বর্তমান এই আর্থিক কেলেঙ্কারির ছায়া অযোধ্যার সেই চাঙ্গা অর্থনীতি এবং ভক্তদের বিশ্বাস, দুটোর ওপরেই বড় ধাক্কা দিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এফআইআরের আগেই অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৫৮ লক্ষ!

এফআইআর দায়ের হওয়ার আগেই মূল অভিযুক্তের বাড়ি থেকে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিলেন রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের আধিকারিকরা!

প্রকাশ হওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৪ জুন ট্রাস্ট প্রথম অনুদানের টাকা তছরুপের বিষয়ে জানতে পারে। অভ্যন্তরীণভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর ট্রাস্ট নিখোঁজ টাকার সন্ধানে পদক্ষেপ করে। এরপর ৫ জুন, তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের নির্দেশে ট্রাস্টের প্রতিনিধিরা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্ত অবিনাশ শুক্লার বাড়িতে যান এবং সেখান থেকে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেন। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, বাকি টাকা অভিযুক্ত অবিনাশ গত ৫ জুন থেকে ৮ জুনের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ফেরত দিয়ে দেয়। আইনি অভিযোগ দায়ের করার আগেই এই বিপুল টাকা উদ্ধার এবং লেনদেনের বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই এখন তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। এদিকে, ৭ জুন কোনও এফআইআর ছাড়াই কেন টাকা উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হল এবং প্রাথমিক পদক্ষেপের সময় সমস্ত আইনি নিয়ম মানা হয়েছিল কিনা। বিশেষ কাউকে বাঁচাতেই এফআইআর হওয়ার আগে চুরির টাকার একাংশ উদ্ধার কিনা, সেই প্রশ্নও উঠছে। সম্প্রতি একটি সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে অভিযুক্ত অবিনাশ শুক্লাকে পুলিশ কর্মীরা নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর হাতে একটি কালো ব্যাগ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে ওই ব্যাগেই উদ্ধারের টাকা ছিল। তবে এই ফুটেজের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই দুর্নীতি মামলায় সিট এখনও পর্যন্ত আটজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আরও কিছু টাকা উদ্ধার করেছে এবং অভিযুক্তরা বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। এই মামলার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল মন্দিরে পুণ্যার্থীদের দান করা বিপুল নগদ টাকা এবং মূল্যবান

সুপ্রিম শুনানির আগেই পিছু হটল সিবিএসই?

নয়াদিল্লি: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র অধীনে ত্রিভাষা সূত্র চালুর ক্ষেত্রে পিছু হঠল কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমান নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য ছাড়ের ঘোষণা করল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। সোমবার বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বর্তমান নবম শ্রেণির যে সমস্ত পড়ুয়া দুটি বিদেশি বা অভারতীয় ভাষা (যেমন ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ) নিয়ে পড়াশোনা করছে, তারা সেই কম্বিনেশন বজায় রেখেই তৃতীয় ভাষা হিসেবে যেকোনও একটি ভারতীয় ভাষা যুক্ত করার সুযোগ পাবে। স্বস্তির বিষয় হল, এই বর্তমান নবম শ্রেণীর পড়ুয়ারা যখন আগামীতে দশম শ্রেণিতে উঠবে, তখন এই তৃতীয় ভাষার জন্য তাদের কোনো সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষা দিতে হবে না।

বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে, শিক্ষানীতির এই পরিবর্তনের কারণে কোনো শিক্ষার্থী যাতে পিছিয়ে না পড়ে বা অসুবিধায় না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই এই এককালীন ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এর আগে গত ১৫ মে সিবিএসই একটি সার্কুলার জারি করে দেশের সমস্ত অনুমোদিত স্কুলকে নির্দেশ দিয়েছিল যে, ১ জুলাই থেকে নবম শ্রেণির

নবমের পড়ুয়াদের ত্রিভাষা সূত্রে বদল

পড়ুয়াদের জন্য তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলক করতে হবে, যার মধ্যে অন্তত দুটি ভাষা অবশ্যই ভারতীয় হতে হবে। সেই সময় এনসিইআরটির নতুন বই না থাকায় স্কুলগুলোকে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে ষষ্ঠ শ্রেণীর বই ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বোর্ডের এই আকস্মিক নির্দেশে স্কুলগুলোর পরিকাঠামো ও পঠনপাঠন নিয়ে তীব্র জটিলতা তৈরি হয়। এমনকি ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে সিবিএসই-র নিজস্ব পরিচালন পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, এনসিইআরটি নির্দিষ্ট পাঠ্যবই প্রকাশ না করা পর্যন্ত এই নীতি কার্যকর করা স্থগিত রাখা হবে। মে মাসের নির্দেশিকা সেই সিদ্ধান্তকে অমান্য করায় বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। সোমবারের এই সংশোধিত নির্দেশিকার মাধ্যমে বোর্ড কার্যত আগের ভাষার কম্বিনেশনে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের এককালীন ছাড় ফিরিয়ে দিল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বর্তমান সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির যে সমস্ত পড়ুয়া দুটি অভারতীয় ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করছে, তারাও এই একই ছাড় পাবে। অর্থাৎ, তারা ওই ভাষাগুলো রাখার পাশাপাশি তৃতীয় ভাষা হিসেবে একটি ভারতীয় ভাষা পড়তে পারবে এবং দশম শ্রেণির বোর্ডে তাদেরও এই তৃতীয় ভাষার পরীক্ষা দিতে হবে না; স্কুল স্তরেই এর অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন করা হবে। তবে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের (২০২৬-২৭) দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে কোনো বদল হচ্ছে না, তারা আগের মতোই দ্বিভাষা সূত্রেই পরীক্ষা দেবে। অন্যদিকে, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে যারা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হচ্ছে এবং পরবর্তী ব্যাচগুলোর ক্ষেত্রে এই ত্রিভাষা নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হবে। এই ব্যাচগুলো যখন দশম শ্রেণীতে পৌঁছাবে, তখন তাদের তৃতীয় ভাষার বোর্ড পরীক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এনসিইআরটি ইতিমধ্যেই তাদের ওয়েবসাইটে ২২টি ভারতীয় ভাষার পাঠ্যবই উপলব্ধ। ভাষা শিক্ষক বা পরিকাঠামোর অভাব মেটাতে স্কুলগুলোকে চুক্তিভিত্তিক বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ভার্চুয়াল ক্লাস এবং সহোদয় স্কুল ক্লাস্টারের সাহায্য নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

যোগী প্রশাসনকে 'প্রশ্নফাঁসের সরকার' বলে তোপ অখিলেশের

প্রয়াগরাজ: বিজেপি 'দেশ আগে' (নেশন ফার্স্ট) নীতি থেকে সরে এসে এখন 'চাঁদা আগে' (ডোনেশন ফার্স্ট) নীতিতে চলছে বলে তীব্র আক্রমণ শানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। প্রয়াগরাজে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তরপ্রদেশের

"বিজেপি এখন 'চাঁদা আগে' নীতিতে চলছে"

শাসকদলকে তীব্র নিশানা করে তিনি যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনকে 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের সরকার' বলে আখ্যা দেন। অখিলেশের অভিযোগ, রাজ্যে একের পর এক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের জেরে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দুই দিনের প্রয়াগরাজ সফরে এসে সপা সুপ্রিমো দাবি করেন, বিজেপি সরকার আসলে '৪-সি' ফর্মুলায় চলছে, যা হলো— চন্দা (চাঁদা), চোরি (চুরি), চাতুরাই (চাতুরী) এবং চালাকি। অযোধ্যার রামমন্দিরে অনুদান এবং ভক্তদের দেওয়া সামগ্রী নিয়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে অখিলেশ বলেন, রামমন্দিরে অনুদান ও চুরির ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠছে, যা ভক্তদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বড় আঘাত হেনেছে। এই ধরনের স্পর্শকাতর ঘটনাকে কোনওভাবেই হালকা করে দেখা উচিত নয়। তিনি জানান, সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি 'সোশ্যালিস্ট পিডিএ অডিট' চালানো হয়েছে, যেখানে সরকারি নিয়োগ এবং অযোধ্যার উন্নয়নমূলক কাজ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সপার তোলা এই সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের কোনও সদুত্তর বিজেপি দিতে পারেনি। রাজ্যের শিক্ষা ও নিয়োগ ব্যবস্থার বেহাল দশার দিকে আঙুল তুলে অখিলেশ বলেন, নিট বিতর্ক থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের ৬৯,০০০ শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া— প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ, প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যাঁরা সরব হচ্ছেন বা প্রতিবাদ করছেন, প্রশাসন উল্টে তাঁদেরই নিশানা করছে। প্রয়াগরাজে ছাত্র আন্দোলনের সময় কোচিং সেন্টারগুলোর বিরুদ্ধে যেভাবে পুলিশি পদক্ষেপ করা হয়েছিল, তিনি সেই প্রসঙ্গও মনে করিয়ে দেন। মহারাষ্ট্রের শিক্ষক শিক্ষণ পরীক্ষার (টেট) প্রশ্নফাঁসের রিপোর্টের সূত্র টেনে অখিলেশ স্পষ্ট করে দেন যে, উত্তরপ্রদেশে এই ধরনের পরীক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের দল লড়াই জারি রাখবে। সরকারি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দাবিও জানান তিনি। সনাতন ধর্ম নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সপা প্রধান বলেন, সমাজবাদী পার্টি সনাতন ধর্মের সুরক্ষা ও সম্মানকে পূর্ণ সমর্থন করে। কিন্তু ধর্মের নামে কোনো ধরণের অন্যায়, দুর্নীতি বা অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করা উচিত, তাকে কোনও দুর্নীতির আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ থেকে প্রায় ৪০ কোটি বছর আগের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত বিশাল চেহারার কাঁকড়াবিছেরা। অধুনাবিলুপ্ত সেই প্রজাতির অস্তিত্বের বিষয়ে এতদিনে নিশ্চিত হলেন গবেষকেরা। বিলুপ্ত এই প্রজাতির এক-একটি কাঁকড়াবিছে প্রায় কুকুরের সমান লম্বা হত

শরীরের নীরব আর্কাইভ

স্মৃতি কি শুধুই মস্তিষ্কের সম্পত্তি? গবেষণা বলছে, অভিজ্ঞতার কিছু ছাপ হয়তো শরীরের অন্যান্য কোষও বহন করে। তাহলে কি স্মৃতির ঠিকানা শুধু নিউরনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ছড়িয়ে আছে জীবদেহের অভ্যন্তরে! লিখছেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

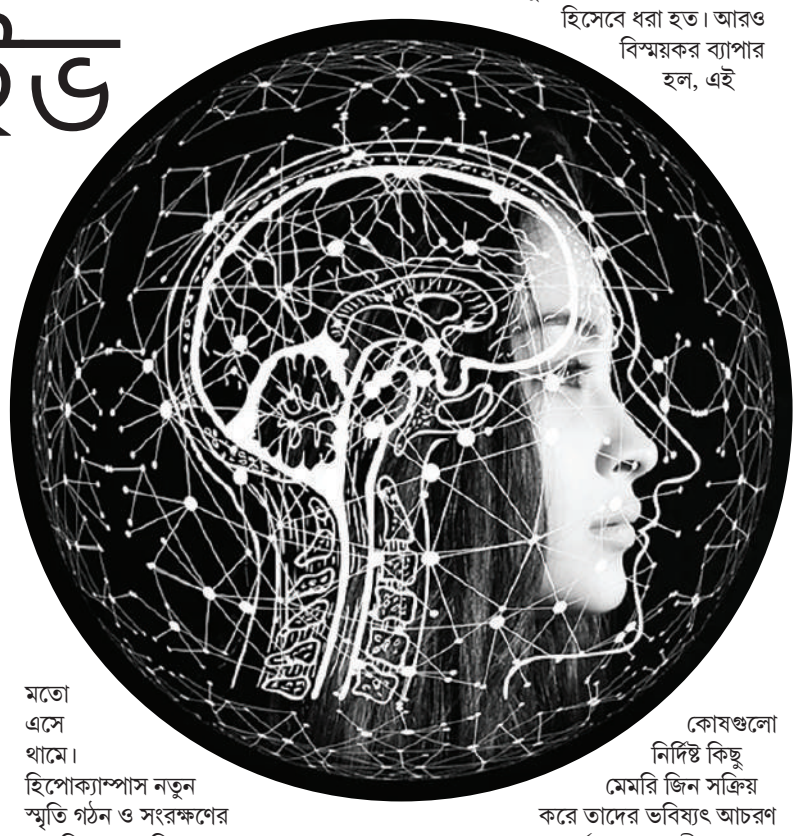

মেমরি স্টেশন!

স্মৃতি যদি একটি স্টেশন হয়, তবে মানুষের মস্তিষ্ক তার একমাত্র প্ল্যাটফর্ম নয়। প্রতিদিন অসংখ্য অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, শব্দ, গন্ধ ও দৃশ্য এসে থামে সেই স্টেশনে; কেউ ক্ষণিকের যাত্রী, কেউ বা সারাজীবনের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, এই স্টেশনের সমস্ত রেললাইন গিয়ে মিশেছে মস্তিষ্ক নামের কেন্দ্রীয় টার্মিনালে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা যেন অন্য গল্প শোনাচ্ছে। মনে হচ্ছে, স্মৃতির কিছু ট্রেন হয়তো মস্তিষ্কের বাইরে অন্য কোথাও গিয়েও থামে, কোষের গভীরে, শরীরের জৈব রাসায়নিক বিন্যাসে, এমনকী আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার অদৃশ্য নেটওয়ার্কেও। ফলে প্রশ্ন উঠছে, স্মৃতি কি কেবল নিউরনের সম্পত্তি, নাকি সমগ্র শরীরজুড়ে বিস্তৃত এক বিস্ময়কর যাত্রাপথ?

যখন মস্তিষ্ক ভুলে যায়, শরীর তখনও মনে রাখে

মানুষের স্মৃতি, কথাটা শুনলেই আমরা ভাবি মস্তিষ্ক বা ব্রেইন। নিউরনের (স্নায়ুকোষ) জটিল নেটওয়ার্ক, সাইনাপ্সের (স্নায়ু সন্ধি) আলো-আঁধারি, আর হিপোক্যাম্পাসের (মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ) নিঃশব্দ কাজ, সব মিলিয়ে যেন স্মৃতি একান্তই মস্তিষ্কের সম্পত্তি। আমরা যা দেখি, শুনি, অনুভব করি, সবই সেখানে জমা থাকে, এক এক করে। নিউরোন হল স্মৃতির বার্তাবাহক অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিউরোন তথ্য বহন করে, সাইন্যাপ্স তার অদৃশ্য সেতু, বলা ভালো সাইন্যাপ্স সেই তথ্য আদান-প্রদানের সংযোগপথ তৈরি করে, আর হিপোক্যাম্পাস সেই ব্যস্ত জংশন যেখানে নতুন অভিজ্ঞতার ট্রেন প্রথমবারের মতো এসে থামে। হিপোক্যাম্পাস নতুন স্মৃতি গঠন ও সংরক্ষণের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে এক অদ্ভুত সম্ভাবনার দিকে : স্মৃতি হয়তো শুধু মস্তিষ্কে থাকে না। বরং, তা ছড়িয়ে থাকতে পারে আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে, জীবনের গভীরতম স্তরে।

মস্তিষ্ক ছাড়াই শেখে কোষ

গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা মানবদেহের কিছু নন-নিউরাল কোষ, যেমন পেশি, ত্বক, হৃদযন্ত্র, যকৃত বা কিডনির কোষ, কিংবা নার্ভ টিস্যুকে বারবার নির্দিষ্ট রাসায়নিক

সংকেতের মুখোমুখি করেন। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল, কোষগুলো প্রতিবার একইভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। কিন্তু ঘটল উল্টোটা। কোষগুলো শুধু প্রতিক্রিয়া জানাল না, তারা 'শিখল'। কোষগুলো নির্দিষ্ট কিছু মেমরি জিন সক্রিয় করে তাদের ভবিষ্যৎ আচরণ বদলে ফেলছে। অর্থাৎ, তারা অতীত অভিজ্ঞতার ছাপ ধরে রাখছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে তখনই জাগে গভীর জিজ্ঞাসা, তাহলে কি স্মৃতি আসলে নিউরনের বিলাসিতা নয়, বরং প্রতিটি জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য?

স্মৃতির ভাষা : কোষ থেকে কসমস

আমরা এতদিন স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করেছি সাইন্যাপ্টিক প্লাস্টিসিটি দিয়ে। নিউরনের সংযোগ শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়ার মাধ্যমে স্মৃতি তৈরি হয়। কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে, একই রকম প্রক্রিয়া কোষের ভেতরেও ঘটে, সিগন্যালিং পাথওয়ে, জিন এক্সপ্রেশন, আর বায়োকেমিক্যাল লুপের মাধ্যমে। অর্থাৎ কোষের অভ্যন্তরীণ সংকেত, জিনের কার্যকলাপ এবং জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্মৃতি বজায় থাকে।

এমনকি, এককোষী জীব, যাদের কোনও মস্তিষ্কই নেই তাদের মধ্যেও দেখা গেছে শেখার মতো আচরণ। তারা বারবার একই পরিস্থিতিতে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, যেন পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে।

এই ধারণাকে বলা হচ্ছে নন-নিউরাল কন্ডিশন অর্থাৎ, চিন্তা বা শেখা শুধুই মস্তিষ্কের কাজ নয়; এটি ছড়িয়ে থাকতে পারে সমগ্র জীবজগৎ জুড়ে। স্পষ্টভাবেই, স্মৃতি তাহলে কোনও নির্দিষ্ট স্থান নয়, এটি একটি প্রক্রিয়া।

শরীর, এক নীরব স্মৃতির ভাণ্ডার

যদি কোষও মনে রাখতে পারে, তাহলে তার প্রভাব কোথায় পড়ে? ভাবুন, আমাদের বিপাক প্রক্রিয়া। লিভার বা প্যানক্রিয়াসের কোষ হয়তো আমাদের খাদ্যাভ্যাসের প্যাটার্ন 'মনে' রাখে এবং সেই অনুযায়ী শরীরের প্রতিক্রিয়া ঠিক করে। ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, টিউমার কোষগুলো কেমোথেরাপির পরবর্তী ধাপে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যেন তারা আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। ইমিউন সিস্টেম তো এমনিতেই এক ধরনের স্মৃতির ওপর কাজ করে, একবার সংক্রমণ হলে, শরীর ভবিষ্যতে দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই সবই প্রমাণ করে, শরীরের ভেতরেও চলছে এক নীরব আর্কাইভিং বা তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া।

ট্রমা : শুধু মনের নয়, শরীরেরও?

বডি মেমরি শব্দটা প্রায়ই জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত হয়, অনেক সময় বাড়াবাড়িও করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, শরীরের কোষগুলো স্ট্রেস বা ট্রমার প্রতিক্রিয়ার প্যাটার্ন ধরে রাখতে পারে। বারবার স্ট্রেস হরমোনের সংস্পর্শে এলে, কোষের আচরণ বদলে যায়। ফলে ভবিষ্যতে শরীর আরও দ্রুত বা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। অর্থাৎ, ট্রমা শুধু স্মৃতির মতো মনে থাকে না, তা শরীরের ভেতরেও ছাপ ফেলে। এখানেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত। হয়তো একদিন আমরা কোষের এই 'ভুলে না যাওয়া' স্মৃতিগুলোকেই বদলে দিতে পারব, মলিকিউলার স্তরে।

স্মৃতির নতুন সংজ্ঞা

নিউরোসায়েন্সে এনগ্রাম বলতে বোঝায় স্মৃতির শারীরিক ছাপ। এতদিন আমরা তা খুঁজেছি মস্তিষ্কে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এই ধারণা আরও বিস্তৃত হতে পারে। স্মৃতি হয়তো স্তরভিত্তিক, নিউরাল স্মৃতি, যা দ্রুত, সচেতন, গল্পের মতো। কোষীয় স্মৃতি, ধীর, ও অভিযোজিত। বায়োকেমিক্যাল সিস্টেমিক স্মৃতি, যা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রতিক্রিয়ার প্যাটার্ন। এই তিন স্তর মিলেই আমাদের অভিজ্ঞতার পূর্ণ চিত্র, যার কিছু আমরা জানি, কিছুটা শুধুই বহন করি।

শেষ নয়, শুরু

গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। অনেক প্রশ্ন উত্তরহীন। কোষের এই স্মৃতি কি অনুভূতিতেও প্রভাব ফেলে? আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এগুলো কি বদলানো সম্ভব? তবুও, একটি বিষয় স্পষ্ট, মস্তিষ্ক আর শরীরের মধ্যে যে সীমানা আমরা টেনেছিলাম, তা ভেঙে পড়ছে। শুরু হয়েছে, নিজেকে নতুন করে ভাবা। হয়তো 'আমি' শুধু আমার চিন্তা নয়। হয়তো 'আমি' আমার কোষের মধ্যেও ছড়িয়ে আছি। আমার অভিজ্ঞতা শুধু স্মৃতিতে নয়, প্রতিক্রিয়ায়, রসায়নে, অভ্যাসে লুকিয়ে আছে। আমরা ভুলে যাই, কিন্তু শরীর হয়তো ভোলে না। কারণ, কোথাও না কোথাও, নীরবে, অদৃশ্যভাবে, আমাদের গল্প লেখা চলতেই থাকে। অপেক্ষা শুধু সুন্দরতর ভবিষ্যতের।

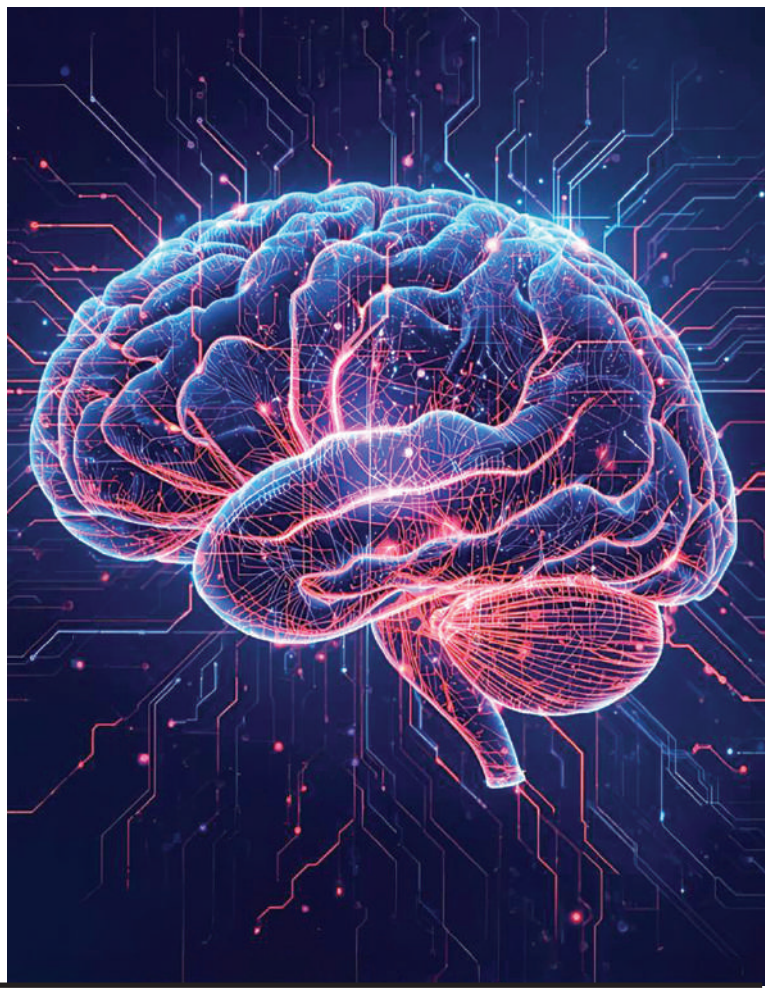

মাঠে ময়দানে

30 June, 2026 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইউএস ওপেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে হার কিদাম্বি শ্রীকান্তের

মাঠে ময়দানে

30 June, 2026 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
৩০ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

বৈভব খেলবে ভেবেছিলাম

আয়ারল্যান্ডেই ওকে নামানো যেত : সানি

বেলফাস্ট, ২৯ জুন: আয়ারল্যান্ডের কাছে ০-২ সিরিজ হার বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রমীদের। এই অবাকের আরেক কারণ বৈভব সূর্যবংশীকে না খেলানো নিয়ে। এই অবাক হওয়াদের তালিকায় রয়েছেন সুনীল গাভাসকর। তিনি বলেছেন, আশা করেছিলাম আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৈভবের অভিষেক হবে। ভেবেছিলাম ও দুটো ম্যাচেই খেলবে। এর থেকে ভাল সুযোগ পেত না ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বৈভবের অভিষেকের এটাই ছিল সেরা সুযোগ।

কিন্তু অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁরা আপাতত অভিজ্ঞতাতেই নজর দিয়েছেন। সময় এলে বৈভবেরও অভিষেক হবে। কিন্তু গাভাসকর মনে করেন, ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আয়ারল্যান্ডে খেলে নিতে পারলে বৈভবের ভাল হত। এখানে খেলে নিতে পারলে ইংল্যান্ডে কিছুটা সহজ হত। তবে গাভাসকর বলেছেন, ইংল্যান্ডে বৈভবের অভিষেক হবেই। এরকম ক্রিকেটারকে বেশিদিন বাইরে রাখা যায় না। কিন্তু নতুন অধিনায়ক শ্রেয়সের মুখে তেমন কোনও আশার বাণী শোনা যাচ্ছে না।

এদিকে, খেলার পর সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে বলেছেন, দলের মধ্যে কিছুটা অবিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। আয়ারল্যান্ড সবে খেলার বেসিকটা ধরতে পেরেছে। আর আমাদের দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এই তো ক'দিন আগে কাপ জিতেছে। আমাদের ছেলেরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। কিন্তু আয়ারল্যান্ডকে পুরো কৃতিত্ব দিতে হবে। তাঁর খোঁচা, পরিকল্পনা মাঠে বাস্তবায়িত হয়নি। মনে হয়েছিল গেলেই ছক্কা মারা যাবে। হয়তো আরেকটু ফাস্ট উইকেটে, কম হাওয়ায় সেটা হয়ে যেত। তবে জিততে হলে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে।

ইসিবির তদন্তই অবসরের কারণ

ভাবছিলাম ক'দিন ধরেই : স্টোকস

লন্ডন, ২৯ জুন : আমার জন্য অবসরই হল সঠিক সিদ্ধান্ত। বললেন বেন স্টোকস। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট শেষ হলেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রাক্তন হয়ে যাবেন। তবে ডারহামের হয়ে কাউন্টি খেলা চালিয়ে যাবেন। স্টোকস জানাচ্ছেন, জীবনের পরের ধাপের জন্য আমি উত্তেজিত। ডারহাম ছোটবেলার কাউন্টি। মনে হচ্ছে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি।

স্টোকসের কেরিয়ারের কোনও কিছু নিঃশব্দে হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছেন সশব্দে। ইংল্যান্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন একই কায়দায়। আর ছেড়ে চলে যাওয়াও চুপচাপ হচ্ছে না। ৩৫ বছরের অলরাউন্ডারের ঝুলিতে ১২২টি টেস্ট, ১১৪টি একদিনের ম্যাচ ও ৪৩টি টি-২০ ম্যাচ। কিন্তু দুম করে এমন সিদ্ধান্ত কেন? তিনি জানালেন, আনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন। বিশেষ করে অ্যাসেজে চূড়মার হয়ে ফেরার পর। তবে নাইট কার্ফু ভাঙা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত টলাকালীন এই ভাবনাকে তরান্বিত হয়েছে।

মিডিয়াকে স্টোকস বলেছেন, হয়তো স্বার্থপরের মতো শোনাবে, কিন্তু এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। দলের জন্য নিশ্চয়ই ভাল সময় অপেক্ষা করছে। তবে যে খেলাটাকে চিরকাল ভালবেসে এসেছি, সেটা করে যাব। লর্ডস টেস্টের সময় ভাবছিলাম আমার কেরিয়ার কোথায় দাঁড়িয়ে! অ্যাসেজে হারের পর প্রচুর পরিশ্রম করেছি। নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছিলাম। লর্ডসে একট সপ্তাহ শুধু ভেবেছি। ড্রেসিংরুমে রুটের পাশে বসে হঠাৎ ভাবনা তরান্বিত হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু গত দু'সপ্তাহে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। এরপরই স্টোকস জানিয়ে দেন, তিনি কাউন্টি ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন। দ্বিতীয় টেস্টে যখন দলে ছিলেন না তখনই ডারহামে খেলা চালিয়ে যাওয়ার ভাবনা মাথায় ঢুকেছিল। এখন আমি স্বস্তিতে থাকলেও গত সপ্তাহ কঠিন কেটেছে। আর এখন মনে হচ্ছে একদম সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

হারে বিধ্বস্ত হরমনপ্রীতের পাশেই দাঁড়ালেন কোচ

হতাশার এই ছবি শুধু হরমনপ্রীত নয়, গ্রাস করেছিল গোটা দলকেই।

লন্ডন, ২৯ জুন : মাত্র কয়েক মাসেই বদলে গেল ছবি! একদিনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, টি-২০ বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ব্যর্থ হরমনপ্রীত কৌররা। গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে ভারত। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, এই ব্যর্থতার পরেও কি হরমনপ্রীতকে অধিনায়ক রাখা হবে? স্মৃতি মান্ধানা মহিলাদের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে দু'বার চ্যাম্পিয়ন করেছেন। হরমনপ্রীত না থাকলে তিনিই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন। ফলে এবার স্মৃতিকে পাকাপাকি ভাবে অধিনায়ক করার দাবি উঠছে। কোচ অমল মুজুমদার যদিও হরমনপ্রীতের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন, অধিনায়ক বাছার দায়িত্ব নির্বাচকদের। তবে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, হরমনপ্রীত অধিনায়ক থাকবে কি না, তাহলে আমার উত্তর হবে, হ্যাঁ।

বিশ্বকাপের ব্যর্থতা নিয়ে অমলের বক্তব্য, আমাদের বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। পাশাপাশি ব্যাট করার সময় আরও আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে হবে। স্কোরবোর্ডে বাড়তি ১০-১৫ রান যোগ করতে পারলে, দলেরই লাভ। তবে আমাদের বোলিং আক্রমণ নতুন। অভিজ্ঞতাও কম। আমি আগেও এই কথাটা বলেছি। আমাদের ১৮ মাস সময় দিন। এই আক্রমণটাই বদলে যাবে।

এদিকে, এশিয়ার এক নম্বর দল হিসাবে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন হরমনপ্রীতরা। ওশেনিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার সেরা দল হিসাবে অলিম্পিক খেলবে অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

বাগানের প্রস্তাব

প্রতিবেদন : ভারতীয় ফুটবলে বংশোদ্ভূত ফুটবলার খেলানোর নীতি নিয়ে ফেডারেশনের কাছে একাধিক প্রস্তাব রাখল মোহনবাগান। ওসিআই ফুটবলারদের ঐচ্ছিক অন্তর্ভুক্তি চাইছে ক্লাব। ৩৫ বছর বয়সী কোনও ওসিআই ফুটবলারকে না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে মোহনবাগান। চিঠিতে ক্লাব লিখেছে, বয়সসীমা ৩৫ হলে উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। তাই বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩০ করা যেতে পারে। একইসঙ্গে ২৬ বছরের কম বয়সী বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের 'ঘরোয়া খেলোয়াড়' হিসেবে দলে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

নেই রাদুকানু

লন্ডন, ২৯ জুন : ১৫ ঘণ্টা বাদে উইম্বলডনের সিঙ্গলসে তাঁর খেলার কথা ছিল ক্রেয়েশিয়ার অ্যান্তোনিয়া রুজিকের বিরুদ্ধে। তার আগে পায়ের চোট থেকে সেরে উঠতে না পেরে সরেই গেলেন এমা রাদুকানু। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর দিয়ে তিনি বলেছেন, আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারছি না যে উইম্বলডনে খেলব না। চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু স্ক্যান রিপোর্ট কোর্টে নামতে দিচ্ছে না। ঘরের কোর্টে খেলতে না পেরে আমি হতাশ।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ হলেন হাবাস

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের কোচ হলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে সাফল্য এনে দেওয়া বর্ষীয়ান স্প্যানিশ কোচ এবার মশালবাহিনীর দায়িত্বে। গতবারই অস্কার ব্রুজোর অধীনে প্রথমবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এবার আর লাল-হলুদে কোচিং করাতে চাননি অস্কার। তাঁর জায়গায় হাবাসের মতো সফল কোচকে দায়িত্ব দিল ক্লাব। ইস্টবেঙ্গলের পাঠানো চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছেন হাবাস। তাঁর সঙ্গে এক বছরের চুক্তি হয়েছে। সাফল্য পেলে চুক্তি বাড়বে।

হাবাসের হাত ধরেই প্রথমে এটিকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পরে মোহনবাগানের দায়িত্ব নিয়েও সাফল্যের ছাপ রেখেছেন। ডার্বিতেও সাফল্য রয়েছে তাঁর। স্প্যানিশ কোচের অভিজ্ঞতা, রণকৌশল এবং দলকে পরিচালনা করার দক্ষতাই বাকিদের থেকে তাঁকে আলাদা করেছে।

হাবাসের পছন্দেরই দেশি-বিদেশি ফুটবলার সই করাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। এফসি গোয়ার ভারতীয় সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার সাহিল টাভোরাকে নিচ্ছে ক্লাব। ইতিমধ্যেই দানিশ ফারুখকে নিশ্চিত করেছে ইস্টবেঙ্গল। হাবাসের অধীনে ইন্টার কাশীতে খেলা বাঙালি ডিফেন্ডার সন্দীপ মান্ডি এবং নিশ্চল চন্দনকেও চূড়ান্ত করার পথে ক্লাব। প্যালেস্তিনীয় মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদের সঙ্গে নতুন চুক্তি হলেও কেভিন সিবিল্লের না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মিগুয়েল ফিগুয়েরা মোহনবাগানে সই করেছেন। ফলে এই দুই বিদেশির বিকল্প নিতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে।

লিওনেল স্কালোনিকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত কোচ থাকার প্রস্তাব দিল আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা।

ফরাসি ত্রয়ী ভাবাচ্ছে সুইডেনকে

সুইডেন ম্যাচের মহড়ায় ফ্রান্স। অনুশীলনে খোশমেজাজে এমবাপেরা।

নিউ জার্সি, ২৯ জুন : ফ্রান্সের দুর্দান্ত আক্রমণভাগ তাদের বিশ্বকাপ গ্রুপ পর্ব অনায়াসেই পার করে দিয়েছে। কিলিয়ান এমবাপে, উসমান ডেম্বেলে এবং মাইকেল ওলিসের ত্রয়ী বিপক্ষ ডিফেন্সের ত্রাস! তবে মঙ্গলবার নিউ জার্সিতে সুইডেনের বিরুদ্ধে রাউন্ড অফ ৩২'-এর ম্যাচের আগে কোচ দিদিয়ের দেশঁকে দলের বাঁ প্রান্তিক কিছু সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ের বিরুদ্ধে জয় এবং মোট ১০টি গোল করে গ্রুপ পর্বে শীর্ষস্থান ধরে রেখে নক আউটে জায়গা করেছে ফ্রান্স। এমবাপে, ডেম্বেলে এবং ওলিসের উপস্থিতি তাদের আক্রমণভাগকে সম্ভবত চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বিধ্বংসী শক্তিতে পরিণত করেছে। ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের ঘটনা বাদ দিলে, ২০১৪ সালের পর থেকে বিশ্বকাপে ফ্রান্স কোনও নক আউট ম্যাচ হারেনি।

তবে দেশঁর দলের বাঁ-প্রান্তটি কিছুটা কমজোরি মনে হয়েছে। লেফট ব্যাকে থিও হার্নান্ডেজ গত বিশ্বকাপের ছায়া। তাই সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে লুকাস ডিগন খেলতে পারেন। লেফট ফুল ব্যাক থেকে ওভারল্যাপে উঠে নিখুঁত পাস বা ক্রস বাড়ানোর নিশ্চয়তা দিতে পারেন তিনি। লেফট উইয়ে দেসিরে দুয়েকেও আগের ম্যাচে স্বচ্ছন্দ মনে হয়নি। তাঁর পরিবর্তে শুরু করতে পারেন ব্র্যাডলি বারকোলা। পিএসজি-র ২৩ বছরের ফরোয়ার্ডের গতি রয়েছে এবং স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারেন। বিশেষ করে এমবাপে-দেম্বেলে-ওলিসে ত্রয়ীর বিপরীতে মাঠের অন্য প্রান্তে ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবে এই পরিবর্তন।

সুইডিশদের কাছে ফরাসি আক্রমণ থামানো চ্যালেঞ্জিং হলেও আন্ডারডগ তকমা নিয়েই চমক দিতে চায় তারা। রক্ষণাত্মক খেলে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে সুইডেন। তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন মিডফিল্ডার ইয়াসিন আইয়ারি। তিনি বলেছেন, আমাদের অনেক রক্ষণাত্মক খেলতে হবে, তবে আমরাও অনেক সুযোগ তৈরি করতে পারব এবং ফ্রান্সের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারি। আমরা মাঠে নামব জেতার লক্ষ্যেই।

ফিট রাইস, তবু ইংল্যান্ড চাপেই

কঙ্গো ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে ফিরলেন রাইস।

আটলান্টা, ২৯ জুন : বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২-এর আগে স্বস্তি ইংল্যান্ড শিবিরে। ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরু থেকেই খেলতে পারবেন ডেকলান রাইস। ২৭ বছর বয়সী মিডফিল্ডার গত মঙ্গলবার ঘানার বিরুদ্ধে ম্যাচে পায়ের পেশিতে চোট পেয়েছিলেন। তাই পানামার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে তাঁকে পাননি কোচ টমাস টুহেল। যদিও কোচকে স্বস্তি দিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে প্র্যাকটিস শুরু করলেন রাইস।

রাইসের অনুপস্থিতিতে টুহেল মাঝমাঠে এলিয়ট অ্যান্ডারসন এবং জুড বেলিংহ্যামকে খেলিয়েছিলেন। আক্রমণাত্মক মিলফিল্ডারের পরিবর্তে বেলিংহ্যামকে খেলতে হয়েছিল ব্লকার হিসেবে। কঙ্গোর বিরুদ্ধে আবারও পছন্দের ১০ নম্বর স্থানে খেলতে পারবেন বেলিংহ্যাম। তবে ইংল্যান্ড কোচকে চিন্তায় রাখছে দুই ডিফেন্ডার রিস জেমস ও জ্যারেল কুয়ানসার চোট। ঘানার বিরুদ্ধে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর জেমস পানামার বিরুদ্ধে খেলেননি। কঙ্গোর বিরুদ্ধেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। গোড়ালির চোটের কারণে কুয়ানসাও নেই। সেক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ জেড স্পেন্সকেই প্রথম একাদশে খেলাতে হবে। যদি স্পেন্সকে যদি শুরু থেকে খেলানো নাও হয়, তবে এজরি কনসাকে রাইট ব্যাকে পরীক্ষামূলকভাবে খেলানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে জন স্টোন্স ফিরবেন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার হিসেবে। তাঁর সঙ্গে খেলবেন মার্ক গেহি।

হালান্ডকে থামানোর অঙ্ক আইভরি কোস্টের

ডালাস, ২৯ জুন : নরওয়ের গোল মেশিন আর্লিং হালান্ডকে থামিয়ে শেষ ষোলোর ছাড়পত্র পাওয়ার লক্ষ্যে প্রথমবার বিশ্বকাপের নক আউটে পা রেখে ইতিহাস সৃষ্টি করা আইভরি কোস্ট। পশ্চিম আফ্রিকার দেশটি তাই নিজেদের রক্ষণ শক্তপোক্ত রাখার পাশাপাশি আক্রমণভাগের শক্তি বাড়াচ্ছে। মঙ্গলবার ডালাসে শেষ ৩২ রাউন্ডের লড়াইয়ে নরওয়ে মুখোমুখি আইভরি কোস্টের।

চলতি বিশ্বকাপে মাত্র দু'টি ম্যাচ খেলেই চার গোল করেছেন হালান্ড। দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে প্রথম ম্যাচেই ইরাকের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তারকা স্ট্রাইকার। এরপর সেনেগালের বিরুদ্ধেও দু'বার জালে বল জড়িয়ে নরওয়েকে গ্রুপ পর্ব শেষ হওয়ার আগেই নক আউটের টিকিট এনে দেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে হালান্ডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। প্রথম একাদশের আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে খেলানো হয়নি। হালান্ড-সহ বাকিরা ফিরছেন প্রথম দলে।

আইভরি কোস্টের কোচ এমের্স ফায়ে জানেন, হালান্ডকে থামানোই তাদের সবচেয়ে বড় কাজ। তাই তাঁর পরিকল্পনার বড় অংশ জুড়েই রয়েছে নরওয়ের গোল মেশিনকে বল থেকে দূরে রাখা। নরওয়ের গোল মেশিনকে আটকানোর গুরুদায়িত্ব থাকছে ২২ বছর বয়সি সেন্টার ব্যাক ওসমান দিয়োমান্দের উপর, যাঁকে ইউরোপের বড় ক্লাবগুলো নতুন মরশুমে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি প্রতিপক্ষের রক্ষণব্যূহ ভাঙতে আপফ্রন্টে অ্যানে ইওয়ান বনি, ইয়ান দিয়োমান্দে, নিকোলাস পেপের উপর ভরসা আফ্রিকান জায়ান্টের।

নরওয়ের কোচ স্টালে সোলবাক্কেন জানিয়েছেন, তাঁরা ডালাসের আবহাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় নেই। দিনে ম্যাচ হলেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাঠে খেলা হওয়ায় গরম কোনও সমস্যা হবে না।

নক আউটের প্রস্তুতি হালান্ডের।

নেইমারের সাহায্য

হিউস্টন, ২৯ জুন : মাত্র ৪০ সেকেন্ডের ব্যবধানে পরপর দু'টি ভূমিকম্পে কার্যত মৃত্যুপুরী ভেনেজুয়েলা। মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। এবার ভূমিকম্পে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন ব্রাজিল তারকা নেইমার জুনিয়র। উদ্ধারকাজ ও ত্রাণের জন্য তিনি আড়াই লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান দিয়েছেন। ভারতীয় মুদ্রায় যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বেশি। ভেনেজুয়েলার সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের খাবার, পানীয় জল, চিকিৎসা সামগ্রী এবং অস্থায়ী বাসস্থান তৈরিতে ব্যয় করা হবে। নেইমার বলেছেন, আমার হৃদয় ভেনেজুয়েলার মানুষের সঙ্গে রয়েছে। আশা করি, এই সাহায্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে কিছুটা হলেও শক্তি ও সাহস জোগাবে।

ছিটকে যেতেই সরে গেলেন কোরীয় কোচ

সিওল, ২৯ জুন : বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগ থেকেই ছিটকে গিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। সেই ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করলেন কোচ হং মিয়াং বো। এক বার্তায় দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি লেখেছেন, যাঁরা কোরিয়ার ফুটবল ভালবাসেন ও দেশকে সমর্থন করেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবল দলের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। আমি চেষ্টা করেছি। নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। দলের উপর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সকলের যা প্রত্যাশা ছিল, তা পূরণ করতে পারিনি। এই খারাপ ফলের দায় আমার। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বো। এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপের প্রথম ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রকে হারালেও। পরের দুই ম্যাচে মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয় দক্ষিণ কোরিয়াকে।

বিশ্বকাপে আজ

নেদারল্যান্ডস বনাম মরক্কো
(সকাল ৬.৩০, গুয়াদালুপে)

কেপ ভার্দে বনাম নরওয়ে
(রাত ১০.৩০, ডালাস)

ফ্রান্স বনাম সুইডেন
(রাত ২.৩০, নিউ জার্সি)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখস্থ করে মাঠে নেমেছে। তার বাইরে কিছু নেই। পর্তুগালের খেলা দেখে হতাশ প্রাক্তন ফুটবলার রিকার্ডো কারেজমা

মাঠে ময়দানে

30 June, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩০ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

মার্তিনেল্লির গোলে বদলার জয়

ব্রাজিল ২ জাপান ১

হিউস্টন, ২৯ জুন : ভিনিসিয়াস জুনিয়রের মঞ্চে নায়ক 'সুপার সাব' গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি! আর্সেনালের উইঙ্গার মাঠে নেমেছিলেন ম্যাচের ৬৫ মিনিটে। কুনহার পরিবর্ত হিসেবে। আর সংযুক্ত সময়ে তাঁর করা গোলেই নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিল ব্রাজিল।

এই ম্যাচটা ব্রাজিলের কাছে ছিল এক অর্থে বদলার মঞ্চ। অক্টোবরে টোকিওতে আয়োজিত ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ব্রাজিলকে ৩-২ গোলে হারিয়েছিল জাপান। সেই প্রসঙ্গ টেনে খোঁচা দিয়েছিলেন জাপান কোচ। বাদ জাননি জাপানি স্ট্রাইকার কেন্টো শিওগাই। তিনি বলেছিলেন, একটা সময় ব্রাজিল ফুটবলের পাওয়ার হাউস ছিল। তবে এখন আর ওদের নাম সেভাবে শোনা যায় না। টোকিওর হারের বদলা হিউস্টনে নিল কার্লো আনচেলোত্তির দল।

ম্যাচের শুরুতে বলের দখল পুরোপুরি ছিল ব্রাজিলীয়দের পায়ে। টানা আক্রমণ শানিয়ে জাপানিদের চাপে ফেলে দিয়েছিলেন ভিনিসিয়াসরা। যদিও ২৯ মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে গোল হজম করে বসে ব্রাজিল। মাঝমাঠে দানিলোর ভুল পাস থেকে বল পেয়ে যান কাইশু সানো। এরপর গতিতে কাসিমিরোকে টপকে ডান পায়ের নিখুঁত গড়ানে শটে পরাস্ত করেন ব্রাজিলের গোলকিপার অ্যালিসনকে। পিছিয়ে পড়ে তাল কেটে যায় সেলেকাওদের। একের পর এক মিস পাস করতে থাকেন ব্রাজিলীয়রা। দুই উইং দিয়ে ভিনিসিয়াস ও রায়ানের দৌড় বন্ধ করে দিয়েছিল জাপানিরা। ফলে বাধ্য হয়েই মাঝখান দিয়ে আক্রমণ শানাতে হচ্ছিল ব্রাজিলকে। আর সেই আক্রমণ বারবার ধাক্কা খাচ্ছিল জাপানিদের জমাট রক্ষণে। ফলে হতাশা ক্রমশ বাড়ছিল। বিরতির সময় এক গোলে পিছিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিলেন ভিনিসিয়াসরা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পাকেতাকে তুলে নিয়ে এনড্রিককে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিলেন আনচেলত্তি। তাতে আক্রমণের তীব্রতা বেড়েছিল। ৫১ মিনিটে ব্রুনো গুইমারেজের হেড কোনওরকমে সেভ করেন জাপানের গোলকিপার। দু'মিনিট পরেই ফের মাথিয়াস কুনহার হেড গোললাইন সেভ হয়ে। তবে ৫৬ মিনিটে কাসেমিরোর দুরন্ত হেডে ১-১ করে ফেলেছিল ব্রাজিল। ৫৮ মিনিটে ভিনিসিয়াসের শট জাপানি গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে পোস্টে লাগে। শেষ পনেরো মিনিট তো পুরোপুরি জাপানের অর্ধে খেলা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই গোলের মুখ খুলতে পারছিলেন না ভিনিসিয়াসরা। হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রায় ৬৯ হাজার দর্শক যখন ধরেই নিয়েছে ম্যাচ এক্সট্রা টাইমে গড়াচ্ছে। তখনই মার্তিনেল্লির গোল। ৯৬ মিনিটে গুইমারেজের পাস থেকে বল পেয়ে মার্তিনেল্লির নিখুঁত শট জালে জড়াতেই ব্রাজিলের শেষ ষোলোয় ওঠা নিশ্চিত হয়ে যায়।

এদিকে, জাপান ম্যাচের আগে ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যম গ্লোবো-কে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হওয়া নিয়ে মুখ খুলেছিলেন ভিনি। স্পেনে ক্লাব ফুটবল খেলতে গিয়ে বারবার বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়েছেন ব্রাজিলীয় ফুটবলের নবতম পোস্টার বয়। আগামী প্রজন্ম যাতে বর্ণবিদ্বেষের শিকার না হয়, তারজন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন। পাশাপাশি আরও জানিয়েছিলেন, তাঁর লড়াই সেই সব কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জন্য, যাঁরা নিজেদের কথা বলার মতো জায়গায় নেই।

জয়সূচক গোলের পর মার্তিনেল্লির সেলিব্রেশন।

অধিনায়কের কীর্তি

কেপ ভার্দের মেন্ডিস বিদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে

ফ্লোরিডা, ২৯ জুন : প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই নক আউটে উঠে চমক দিয়েছে কেপ ভার্দে। মাত্র ৫ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ গ্রুপ পর্বে স্পেন, উরুগুয়ের মতো দলকে আটকে দিয়েছে। তিনটি ম্যাচ ড্র করে রাউন্ড অফ ৩২-এ জায়গা করে নিয়েছে তারা। এবার সামনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। কিন্তু তার আগেই বড় ধাক্কা। কেপ ভার্দের অধিনায়ক রায়ান মেন্ডিসের বিরুদ্ধে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার তদন্তও শুরু হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে, কড়া শাস্তি পেতে পারেন রায়ান। ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যম গ্লোবো-র খবর, চলত বছরের মার্চে নিউজিল্যান্ডে ফিফা সিরিজ চলাকালীন কেপ ভার্দে দলের সঙ্গে যুক্ত এক তরুণী রায়ানের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং মারধরের অভিযোগ করেছেন। ওই তরুণী ছিলেন কেপ ভার্দে দলের দোভাষী। তরুণীর অভিযোগ, হোটেলে তাঁর ঘরে জোর করে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ ও মারধর করেছেন রায়ান। এই ঘটনার পর তিনি কেপ ভার্দে দলের তিন কর্তাকে বিষয়টি জানান। কিন্তু কেউ কোনও পদক্ষেপ করেননি। তার পরেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। গ্লোবো জানিয়েছে, তরুণীর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁর যৌনাঙ্গ, গলা ও মুখে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে রায়ানের বিরুদ্ধে কী কী ধারায় অভিযোগ হয়েছে তা জানা যায়নি। এই বিষয়ে ফিফার বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা সত্যিই ঘটে থাকলে, সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯০ মিনিট সমস্যা নয় রোনাল্ডোর : মার্টিনেজ

নিউ জার্সি, ২৯ জুন : বেঁচে থাকলে দিয়েগো জোটা এই দলের সঙ্গেই থাকতেন। কিন্তু না থেকেও সেই নানাভাবে জড়িয়ে আছেন দুর্ঘটনায় প্রয়াত ফুটবলার।

পর্তুগাল নক আউটের প্রথম ম্যাচ খেলবে লুকা মদ্রিচের ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচের পরদিনই জোটার প্রথম প্রয়াণ দিবস। এক বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল জোটা ও তাঁর ভাইয়ের। পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট ফুটবলারদের সবাইকে প্রয়াত ফুটবলারের নামাঙ্কিত একটি স্মারক দিয়েছেন যাতে তাঁরা সতীর্থকে মনে রাখে। কোচ রবের্তো মার্টিনেজ বলেছেন, ম্যাচ বা প্র্যাকটিস, আমাদের সবসময় জোটার কথা মনে পড়ে। কিন্তু শোক নয়, উৎসবের মতো করে বৃহস্পতিবারের ক্রোয়েশিয়া ম্যাচকে দেখতে চাই। জিতে ওকে সম্মান জানাতে চাই।

পর্তুগাল নিয়ে অবশ্য মৃদু সমালোচনার হওয়া বইছে। সেটা একচল্লিশের রোনাল্ডোকে টানা খেলিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁর উপর থেকে ধকল কমাতে অনেকে ভেবেছিলেন কলম্বিয়া ম্যাচে রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা হয়নি। যা নিয়ে পর্তুগাল কোচ বলেন, আমি অন্যদের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানোর তুলনা করতে চাই না। আমি এভাবে ব্যাপারটাকে দেখি না। ওকে ঠিক জায়গায় ব্যবহার করতে হয়। ক্রিশ্চিয়ানোকে মানসিকভাবে ঠিক জায়গায় রাখা ও গোলমুখে রাস্তা বের করতে সাহায্য করাই হল আমাদের কাজ।

মেসি, এমবাপে, হল্যান্ডদের বিশ্রাম দিয়ে খেলানো হচ্ছে। কিন্তু সিআর সেভেন তিন ম্যাচে পুরো খেলেছেন। কিন্তু মার্টিনেজ বলেছেন, রোনাল্ডোর কাছে পুরো ম্যাচ খেলা কোনও সমস্যা নয়। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে দলে কিছু বদল হতে পারে। সেটা অবশ্য রোনাল্ডো নন, অন্যদের ক্ষেত্রে।

শেষ মুহূর্তের গোলে ১৬-তে গেল কানাডা

কানাডা ১ দক্ষিণ আফ্রিকা ০

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৯ জুন : ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল! ৯২ মিনিটে করা এসস্তাকিওর সেই গোলেই বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় কানাডা।

বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজকরা ম্যাচের শুরু থেকেই চাপে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা রক্ষণকে। বিরতির আগেই এস্তাকিয়োর কর্নার থেকে বোম্বিতো হেড করেছিলেন। সেই বল গোললাইন থেকে কোনও মতে বাঁচান দক্ষিণ আফ্রিকার ডিফেন্ডার মোদিবা। ফিরতি হেড এবং শট বাঁচান গোলকিপার রনওয়ে উইলিয়ামস। এর পরেই তৈরি হয় বিতর্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বক্সে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন কানাডার লারিয়া। তাঁকে ট্যাকল করেন মুদাউ। কানাডার খেলোয়াড়েরা পেনাল্টির আবেদন করলেও রেফারি তাতে কর্ণপাত করেননি। দ্বিতীয়ার্ধেও কানাডা ক্রমাগত আক্রমণ করে গিয়েছে। তবে প্রতি আক্রমণ থেকে বল পেয়ে প্রায় গোল করে বসেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওসউইন আপোলিস। শেষ দিকে দু'দলের খেলা দেখেই মনে হচ্ছিল ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে। কিন্তু সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে সব বদলে যায়। ডান দিক থেকে সতীর্থের পাস পেয়েছিলেন এস্তাকিও। একটু সময় নিয়ে ডান পায়ে জোরালো শট নেন তিনি। আর বল জালে জড়াতেই কানাডিয়ান ফুটবলে তৈরি হল নয়া ইতিহাস।

জয়ের পর কানাডা ফুটবলারদের উৎসব।

মাঠে ময়দানে

30 June, 2026 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ